WWW.BANGLABOOK.COM

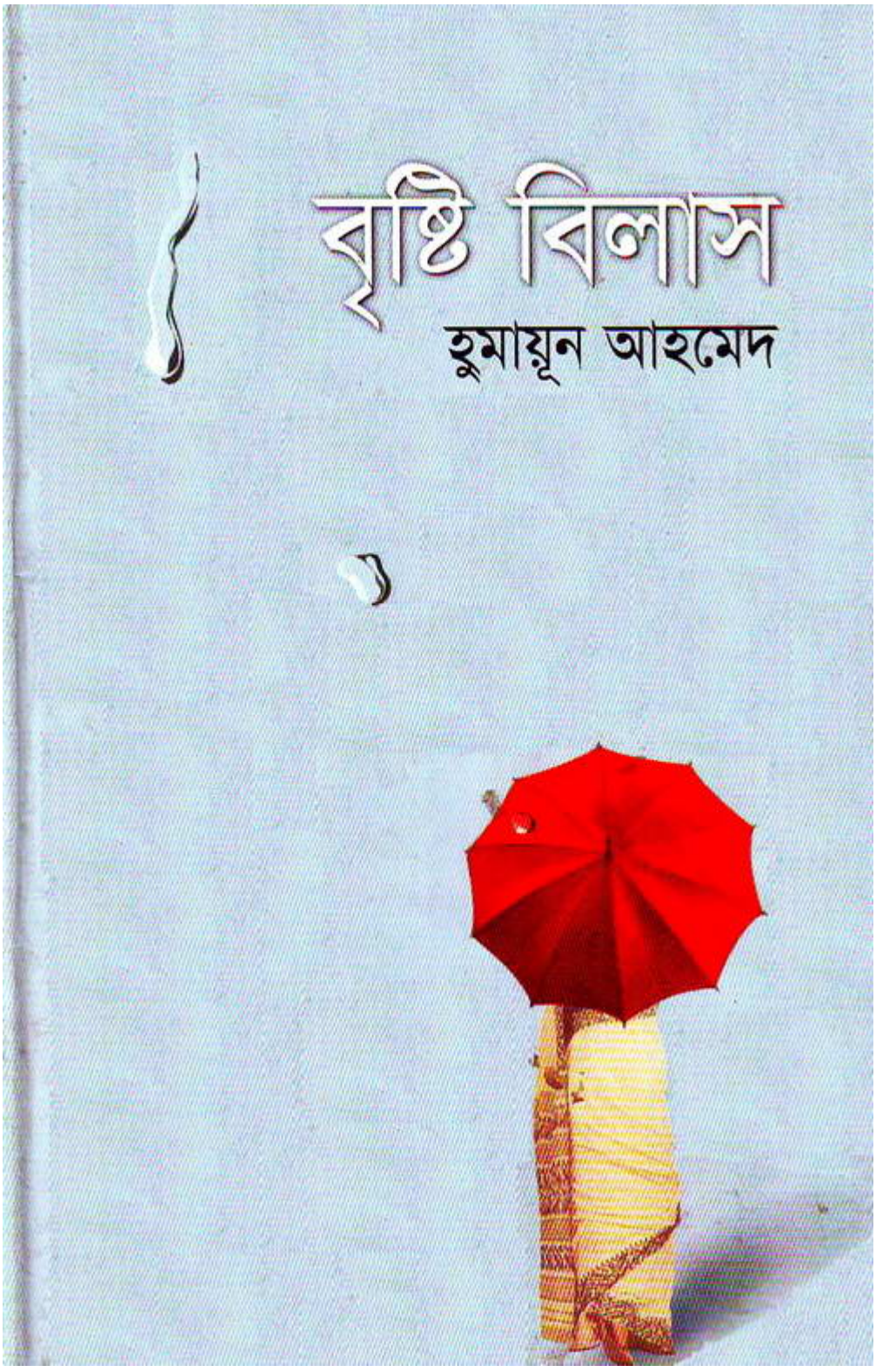

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

রিকশা থেকে নেমেই শামা দেখল তাদের বাসার বারান্দার কাঠের চেয়ারে কে যেন বসে আছে। কাঠের চেয়ারের পেছনের একটা পা ভাঙা। চেয়ারটা দেয়ালে হেলান না দিয়ে বসা যায় না। কিন্তু যে বসেছে সে চেয়ারটা বারান্দার মাঝামাঝি এনেই বসেছে। একটু অসাবধান হলেই উল্টে পড়বে। শামার বুক ধুকধুক করতে লাগল। যে-কোনো সময় একটা একসিডেন্ট ঘটবে এটা মাথায় থাকলেই টেনশন হয়। শামার সমস্যা হচ্ছে সামান্য টেনশনেই তার বুক ধুকধুক করে। গলা শুকিয়ে যায়। এক সময় মনে হয় হাত-পা শক্ত হয়ে আসছে। নিশ্চয়ই হার্টের কোনো অসুখ। যত দিন যাচ্ছে, তার অসুখটা তত বাড়ছে। আগে এত সামান্যতে বুক ধুকধুক করত না, এখন করে।

গত সপ্তাহেই কলেজ থেকে ফেরার পথে সে দেখল কে যেন ঠিক রাস্তার মাঝখানে একটা ডাব ফেলে রেখেছে। তার বুক ধুকধুক করা শুরু হলো। এই বুঝি একসিডেন্ট হলো। ডাবের সঙ্গে ধাক্কা লেগে উল্টে পড়ল রিকশা। রিকশার যাত্রী ছিটকে পড়ল সিট থেকে, আর সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে একটা ট্রাক এসে তার ওপর দিয়ে চলে গেল। দৃশ্যটা শামা চোখের সামনে স্পষ্ট দেখল, তার হাত-পা হয়ে গেল শক্ত। নড়ার ক্ষমতা নেই। একসিডেন্ট না হওয়া পর্যন্ত সে যেন নড়তে পারবে না। তার উচিত রাস্তায় নেমে ডাবটা সরিয়ে দেয়া। সেটাও সম্ভব না। কুড়ি বছর বয়েসী— রূপবতী একটা তরুণী রাস্তার ময়লা পরিষ্কার করছে— এই দৃশ্য মজাদার। চারদিকে লোক জমে যাবে। সবাই তার দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকবে। তাদের দৃষ্টিতে পরিষ্কার লেখা থাকবে 'ব্রেইন নষ্ট মেয়ে'। ডাবটা সরিয়ে সে যখন বাসার দিকে রওনা হবে তখন তার পেছনে পেছনে কয়েকজন রওনা হবে। মজা দেখার জন্যে যাবে। 'ব্রেইন নষ্ট মেয়ে' নতুন আর কী করে সেটা দেখার কৌতূহলেই পেছনে পেছনে যাওয়া। পাগল মেয়ের পেছনে হাঁটা যায়। তাতে কেউ দোষ ধরে না।

ভাঙা চেয়ারটায় বসে আছেন শামার বাবা আবদুর রহমান। তিনি মালিবাগ অগ্রণী ব্যাংকের ক্যাশিয়ার। সন্ধ্যা সাতটার আগে কোনোদিনই বাসায় ফেরেন না। এখন বাজছে তিনটা দশ। অসময়ে বাসায় ফিরে বারান্দায় বসে আছেন বলে শামা দূর থেকে বাবাকে চিনতে পারে নি। তাছাড়া বাসায় তিনি যতক্ষণ থাকেন,

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

খালি গায়ে থাকেন। আজ পরেছেন ইস্ত্রি করা পাঞ্জাবি। শামার বাবার মুখ হাসি হাসি। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে আনন্দময় কিছু ঘটবে, তার প্রতীক্ষায় চেয়ারে বসে তিনি পা দোলাচ্ছেন।

শামা বাবার দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত গলায় বলল, বাবা এই চেয়ারটার পেছনের পা ভাঙা। তুমি উল্টে পড়বে।

আবদুর রহমান আনন্দিত গলায় বললেন, পায়া ঠিক করেছি। তিনটা পেরেক মেরে দিয়েছি। তোর কলেজ ছুটি ? ঘেমে টেমে কী হয়েছিস! যা ঘরে গিয়ে গোসল কর। আর তোর মা'কে বল আমাকে একটা পান দিতে।

শামা ঘরে ঢুকল। শামার মা সুলতানা মেয়েকে দেখেই বললেন, এত দেরি কেন রে ?

শামা বিরক্ত হয়ে বলল, দেরি কোথায় দেখলে ? দু'টার সময় কলেজ ছুটি হয়েছে ? এখন বাজছে দু'টা পঁচিশ।

যা গোসল করতে যা, বাথরুমে পানি, সাবান, তোয়ালে দেয়া আছে।

ক্ষিধায় মারা যাচ্ছি, আগে ভাত দাও। আর বাবা পান চাচ্ছে। বাবা আজ এত সকাল সকাল অফিস থেকে ফিরল কেন ?

সুলতানা হাসিমুখে বললেন, তার অফিসের কয়েকজন কলিগ আসবে। বিকালে চা খাবে। তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? গোসলে যা।

শামা শীতল গলায় বলল, ঘটনা কী বলতো মা ? আমাকে গোসল করানোর জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে গেছ কেন ?

সুলতানা হড়বড় করে বললেন, কোনো ঘটনা না। ঘটনা আবার কী ? তোর বাবার কয়েকজন বন্ধু বিকালে চা খেতে আসবে। অফিসের বন্ধু-বান্ধবরা চা খেতে আসতে পারে না ?

শামা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, চায়ের ট্রে নিয়ে তাদের সামনে সেজেগুজে আমাকে যেতে হবে তাইতো ? ঘটনা এরকম কি-না সেটা বল।

সুলতানা চুপ করে রইলেন। শামা বলল, ছেলে কী করে ?

তোর বাবার অফিসে চাকরি করে। নতুন ঢুকেছে। জুনিয়ার অফিসার।

বাহ্ ভালতো। শ্বশুর-জামাই এক অফিসে চাকরি করবে। দুপুরে টিফিন ক্যারিয়ার খুলে খাবার ভাগাভাগি করে খাবে। শ্বশুর জামাইকে সেধে খাওয়াবে। জামাই খাওয়া দাওয়া শেষ করে শ্বশুরের জন্যে চমন বাহার দেয়া পান নিয়ে আসবে।

সুলতানা ফিক করে হেসে ফেললেন। শামা কঠিন গলায় বলল, হাসবে না মা। তোমার হাসি অসহ্য লাগছে। আমি মরে গেলেও চা নিয়ে কারোর সামনে

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

যাব না। এটা আমার শেষ কথা।

আচ্ছা ঠিক আছে। না গেলে না যাবি। যা গোসল করতে যা। গোসল করে যে শাড়িটা পরবি সেটাও বাথরুমে আছে। তোর বাবা কিনে এনেছে। তোর বাবা যে কিনতে পারে তাই জানতাম না।

গোসল করতেও যাব না। গা ঘামা অবস্থায় থাকব।

ক্ষিধে বেশি লেগেছে ? আগে ভাত খেয়ে নিবি ?

ভাত খাব না। গেস্ট না আসা পর্যন্ত ছাদে দাঁড়িয়ে থাকব। গায়ে আরো রোদ লাগাব। রোদে গায়ের চামড়া জ্বালিয়ে ফেলব।

তোর যা ইচ্ছা করিস। একটু ঠাণ্ডা হ। লেবুর সরবত খাবি ? গরম থেকে এসেছিস লেবুর সরবত ভাল লাগবে।

লেবুর সরবত খাব না। বাবা পান চাচ্ছে এখনো পান দিচ্ছ না কেন ?

শামা মা'র সামনে থেকে সরে গেল। ঢুকল বাথরুমে। বাথরুমে গোসলের সরঞ্জাম সুন্দর করে সাজানো। বালতি ভর্তি পানি। নতুন একটা সাবান, এখনো মোড়ক খোলা হয় নি। সাবানের পাশে নতুন একটা টুথব্রাশ। বাথরুমের দড়িতে হালকা সবুজ রঙের তাঁতের শাড়ি ঝুলছে। এই শাড়িটা শামার বাবা আজ কিনে এনেছেন। বাবার রুচি খুবই খারাপ। কটকটে রঙ ছাড়া কোনো রঙ তার চোখে ধরে না। কিন্তু এই শাড়ির রঙটা ভাল।

মাথায় পানি ঢালতে ঢালতে শামার মনে হলো লাল কাচের চুড়ি থাকলে খুব ভাল হত। সবুজ শাড়ির সঙ্গে হাত ভর্তি লাল চুড়ি খুব মানায়। শাদা শাড়ির সঙ্গে মানায় নীল চুড়ি।

এ বাড়িতে পানির খুব টানাটানি। সাপ্লাইয়ের পানি ঝিরঝির করে তিন চার ঘণ্টা এসেই বন্ধ। জমা করে রাখা পানি খুব সাবধানে খরচ করতে হয়। কেউ পানি বেশি খরচ করলে তার দিকে সবাই এমনভাবে তাকায় যেন চোখের সামনে মূর্তিমান পানি-খেকো শয়তান। আজ শামার সেই ভয় নেই। পুরো বালতি শেষ করলেও কেউ কিছু বলবে না। শামা মনের আনন্দে মাথায় পানি ঢালতে লাগল। ঠাণ্ডা পানিতে এত আরাম লাগছে! শামার ধারণা গায়ে প্রচুর পানি ঢাললে শুধু যে শরীরের নোংরা দূর হয় তা-না, মনের ময়লাও খানিকটা হলেও ধুয়ে চলে যায়। এই জন্যেই মন ভাল লাগে।

যে ছেলেটা তাকে দেখতে আসবে তাদের বাড়িতে প্রচুর পানি আছেতো ? সবচে' ভাল হয় যদি বাড়িতে বাথটাব থাকে। গরমের সময় বাথটাব ভর্তি করে সে পানি রাখবে। বরফের দোকান থেকে চার পাঁচ কেজি বরফ এনে গুঁড়ো করে বাথটাবে ছেড়ে দেবে। কয়েকটা টাটকা গোলাপ কিনে গোলাপের পাপড়ি

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

পানিতে ছেড়ে দিয়ে সে ডুবে থাকবে। হাতের কাছে টি পটে চা থাকবে। মাঝে মাঝে চায়ে চুমুক দেবে। ক্যাসেট প্লেয়ারে গান বাজতে পারে। নিশ্চয়ই বাথরুমে গান শুনতে ভাল লাগবে। অনেক মানুষই বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করেই গান ধরে। ভাল না লাগলে নিশ্চয়ই ধরত না।

সুলতানা বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিলেন। অবাক হয়ে বললেন, শামা ভাত তরকারি সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ কী করছিস ?

শামা হালকা গলায় বলল, বালতির পানি সব শেষ হয়ে গেছে মা। আরো পানি লাগবে।

আর পানি পাব কোথায় ?

বাড়িওয়ালা চাচার ঘর থেকে আনাও। সারা গায়ে সাবান মেখে বসে আছি। পানি শেষ। আরেকটা কথা মা, যে ছেলেটা আমাকে দেখতে আসছে তার নাম কী ?

ছেলের নাম আতাউর।

কী সর্বনাশ খাতাউর আবার মানুষের নাম হয় ? নাম শুনলেই মনে হয় খাতাউর সাহেব হাঁ করে আছেন— খেয়ে ফেলার জন্যে।

খাতাউর না, আতাউর। শামা তুই ইচ্ছা করে ফাজলামি করছিস। এইসব ঠিক না।

পানি আনার ব্যবস্থা কর মা। আসল কথা বলতে ভুলে গেছি। মা শোন, লাল চুড়ি আছে ? তোমার ট্রাংকেতো অনেক জিনিস আছে। খুঁজে দেখতো লাল চুড়ি আছে নাকি। আমি লাল চুড়ি পরব।

সুলতানা আনন্দের নিঃশ্বাস ফেললেন। মেয়ে সহজভাবে কথা বলছে। তিনি কাজের মেয়েকে বালতি দিয়ে পানি আনতে পাঠালেন। মেয়েটা শখ মিটিয়ে গোসল করুক। মেয়েদের অতি তুচ্ছ শখও সঙ্গে সঙ্গে পূরণ করতে হয়। মেয়েরা মা-বাপের সংসারে থাকে না। অন্য সংসারে চলে যায়। যে সংসারে যায় সেখানে সে হয়ত মুখ ফুটে শখের কথাটা বলতেও পারে না।

অতিথিরা পাঁচটার সময় উপস্থিত হলেন। তখন শামার চুল বাঁধা হচ্ছে। চুল বেঁধে দিচ্ছে শামার ছোট বোন এশা। এশা এ বছর ক্লাস টেনে উঠেছে। সে খুবই হাসি খুশি মেয়ে। গত ছ'দিন ধরে কী কারণে যেন সে মুখ ভোঁতা করে আছে। কারো সঙ্গেই কথাবার্তা বলছে না। এশার মুখ ভোঁতার রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা কেউ করছে না। কারণ চেষ্টা করে লাভ নেই। এশা নিজ থেকে মুখ না খুললে কেউ তার মুখ খোলাতে পারবে না।

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

লোকজন চলে এসেছে এই খবরটা দিল শামার ছোট ভাই মন্টু। সে গত বছর এস.এস.সি. পরীক্ষা দিয়েছিল। টাইফয়েড হয়ে যাবার কারণে পরীক্ষা শেষ করতে পারে নি। এবার আবারো দিচ্ছে। আগামী বুধবার থেকে তার পরীক্ষা শুরু। মন্টুর ধারণা এবারে পরীক্ষার মাঝখানে তার কোনো বড় অসুখ হবে, সে পরীক্ষা দিতে পারবে না। এরকম স্বপ্নও সে দেখে ফেলেছে। স্বপ্নে পরীক্ষার হল থেকে এম্বুলেন্সে করে তাকে সরাসরি হাসপাতালে নেয়া হয়। হাসপাতালে ডাক্তাররা ছোটাছুটি শুরু করেন। কারণ তাকে রক্ত না দিলে সে মারা যাবে। কারো রক্তের সঙ্গেই তার রক্ত মিলছে না। শেষে একজনের সঙ্গে রক্তের গ্রুপ মিলল। সেই একজন তাদের স্কুলের হেড স্যার। তিনি রক্ত দিতে এসে তাকে দেখে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, কীরে তুই এ বছরও পরীক্ষা দিচ্ছিস না ? ফাজলামি করিস ?

মন্টু এসে প্রায় ফিসফিস করে বলল, আপা, এসে গেছে। চারজন এসেছে।

শামা বিরক্ত গলায় বলল, চারজন এসেছে খুব ভাল কথা। তুই ফিসফিস করছিস কেন ? এর মধ্যে ফিসফিসানির কী আছে ?

ট্যাক্সি করে এসেছে।

শুনে খুশি হলাম। ট্যাক্সি করেইতো আসবে। ঠেলাগাড়িতে করে তো আসবে না। না-কি তুই ভেবেছিলি ঠেলাগাড়ি করে আসবে ?

অনেক মিষ্টি এনেছে। পাঁচ প্যাকেট!

সামনে থেকে যা তো, কানের কাছে বিজবিজ করবি না। কয় প্যাকেট মিষ্টি এনেছে— দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুণেছিস। শুনতেইতো লজ্জা লাগছে।

মেহমানরা বসার ঘরে বসেছেন। তাদেরকে চা নাস্তা এখনো দেয়া হয় নি। আরো দু'জন নাকি আসবেন। তাদের জন্য অপেক্ষা। মজার গল্প হচ্ছে। হাসি শোনা যাচ্ছে।

শামা সেজেগুজে অপেক্ষা করছে। চা নিয়ে যেতে বললেই সে ট্রেতে করে চা নিয়ে যাবে। এই উপলক্ষে বাড়িওয়ালার বাসা থেকে সুন্দর একটা ট্রে আনা হয়েছে। ছোট্ট একটা সমস্যা হয়েছে। এক ধরনের চায়ের কাপ আছে ছ'টা। চারজন গেস্ট আছেন। আরো দু'জন আসবেন। ছ'টা কাপ হয়ে গেল। আবদুর রহমান সাহেবকে চা দিতে হবে, তার জন্যে একটা কাপ লাগবে। তারা হয়ত শামাকেও চা খেতে বলবেন। আরো দু'টা ভাল কাপ দরকার।

সুলতানা খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেন। তিনি ঠিক করেছেন মেহমানদের কোনো বাইরের খাবার দেবেন না। সব খাবার ঘরে তৈরি হবে। তিনি কলিজার সিঙ্গাড়া বানানোর চেষ্টা করছেন। সিঙ্গাড়ার তিনটা কোণা ঠিক মতো উঠছে না।

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

সিঙ্গাড়া তিনি আগেও বানিয়েছেন। তখন ঠিকই কোণা উঠেছে। এখন কেন উঠছে না ? বিয়েতে কোনো অলক্ষণ নেই তো ? আজ সকালবেলা বেশ কয়েকবার তিনি এক শালিক দেখেছেন। এক শালিকের ব্যাপারটা অনেকেই বিশ্বাস করে না। তিনি খুব করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি লক্ষ করেছেন যতবার এক শালিক দেখেছেন ততবারই ঝামেলা হয়েছে।

এশা এসে মা'কে সাহায্য করার জন্যে বসল। এশার মুখ আগের চেয়েও গম্ভীর। চোখ ফোলা ফোলা। মনে হয় কেঁদেটেঁদে এসেছে। এশার কী হয়েছে কে জানে! এমন চাপা মেয়ে, ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে গেলেও সে মুখ খুলবে না।

সুলতানা বললেন, কী সমস্যা হয়েছে দেখ না। সিঙ্গাড়ার কোণা উঠছে না।

এশা বলল, খেতে ভালই হল। কোণা ওঠার দরকার নেই। দোকানের সিঙ্গাড়ায় লোকজন কোণা খোঁজে। ঘরের সিঙ্গাড়ায় খোঁজে না।

সুলতানা বললেন, একটা খেয়ে দেখ।

খেতে ইচ্ছা করছে না।

তোর কি কোনো কারণে মন টন খারাপ ?

না। এক কথা পাঁচ লক্ষবার জিজ্ঞেস করো না তো মা। আমার মন খারাপ কি-না এটা তুমি এই ক'দিনে পাঁচ লক্ষবারের বেশি জিজ্ঞেস করে ফেলেছ।

সুলতানা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, শামা কী করছে ?

খাটে বসে আছে।

সাজার পর তাকে কেমন দেখাচ্ছেরে ?

পরীদের রাণীর মতো লাগছে।

সুলতানা তৃপ্তির হাসি হাসতে হাসতে বললেন, শামাকে যে-ই দেখবে সে-ই পছন্দ করবে। মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকালে বুকে ধাক্কার মতো লাগে। ভেবেই পাই না এত সুন্দর মেয়ে আমার পেটে জন্মাল কীভাবে!

এশা বলল, আপা বেশি সুন্দর। বেশি সুন্দরকে আবার মানুষ পছন্দ করে না।

সুলতানা অবাক হয়ে বললেন, পছন্দ করবে না কেন ?

এশা উত্তর দিল না। সুলতানা বললেন, পছন্দ করবে না কেন বল ? কারণ জানিস না ?

কারণ জানি কিন্তু বলতে ইচ্ছা করছে না। মা শোন, তুমি আর বাবা, তোমরা দু'জন কি আসলেই চাও যে ছেলেটা এসেছে তার সঙ্গে আপার বিয়ে হোক ?

তোর বাবা চায়, তার ধারণা ছেলেটা খুবই ভাল। অসম্ভব ভদ্র, বিনয়ী। ফ্যামিলিও ভাল। ছেলের অবশ্যি বাবা নেই। কিছুদিন হলো মারা গেছেন। শামা

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

শ্বশুরের আদর পাবে না। তোরাতো জানিস না শ্বশুরের আদর বাপের আদরের চেয়েও বেশি হয়।

আপা যেভাবে সাজগোজ করেছে— এভাবে সাজগোজ করে থাকলে কিন্তু ওরা আপাকে পছন্দ করবে না। আপার উচিত খুব সাধারণ একটা শাড়ি পরে ওদের সামনে যাওয়া। চোখে কাজল, ঠোঁটে লিপস্টিক এইসব কিছু না।

কী বলছিস তুই!

কোনোরকম সাজগোজ ছাড়া আপা যখন ওদের সামনে দাঁড়াবে তারা বলবে, বাহ্ কী সহজ সরল সাধারণ একটা মেয়ে! বউ হিসেবে সবাই সাধারণ মেয়ে খোঁজে। আপার ঠোঁটে লিপস্টিক, গালে পাউডার কোনো কিছুরই দরকার নেই। গোসল করে আপা যখন ভেজা চুলে বের হলো তখন তাকে যে কী সুন্দর লাগছিল লক্ষ কর নি ?

সুলতানা অবাক হয়েই মেয়ের দিকে তাকালেন। তাঁর কাছে খুব অদ্ভুত লাগছে। মনে হচ্ছে এই যেন সেদিন মেয়েটা ছোট্ট ছিল। সারারাত ওঁয়া ওঁয়া করে কাঁদত। মুখে দুধ গুঁজে দিলেও কান্না থামত না। দুধ খাচ্ছে, ফাঁকে ফাঁকে কাঁদছে। কান্নাটা যেন তার বিশ্রাম। আর আজ এই মেয়ে গুটগুট করে কী সুন্দর কথা বলছে! কথাগুলি মনে হচ্ছে সত্যি।

এশা বলল, মা আপাকে সাধারণ ঘরে পরার একটা শাড়ি পরতে বলব ?

বল। তোর বাবা আবার রাগ না করে। শখ করে একটা শাড়ি কিনে এনেছে।

বাবা কিছু বুঝতে পারবে না। বাবা খুব টেনশনে আছে তো। টেনশনের সময় মানুষ কিছু বুঝতে পারে না। বাবা ভালমতো আপার দিকে তাকাবেই না। মেয়েরা যখন বড় হয়ে যায় তখন বাবারা মেয়েদের দিকে কখনো ভালমতো তাকায় না। বাবাদের মনে হয় তাকাতে লজ্জা করে।

সুলতানা ছোটমেয়ের কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এই মেয়েটার ভাল বুদ্ধি আছে। মেয়েটার বুদ্ধির খবর এই পরিবারে আর কেউ জানে না। শুধু তিনি জানেন। এই নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তাও আছে। মেয়েদের বেশি বুদ্ধি ভাল না। বেশি বুদ্ধির মেয়ে কখনো সুখী হয় না। সংসারে যে মেয়ের বুদ্ধি যত কম সে তত সুখী।

শামা খুব সহজ ভঙ্গিতেই চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকল। সে ধরেই নিয়েছিল ঘরে ঢোকা মাত্র সবাই এক সঙ্গে তার দিকে তাকাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার হাত পা শক্ত হয়ে যাবে। দেখা গেল সবাই তার দিকে তাকাল না। আতাউর নামের ছেলেটা মাথা

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

নিচু করেই বসেছিল, সে মাথাটা আরো খানিকটা নিচু করে ফেলল। শামা তার দিকে এক ঝলক তাকাল। এক ঝলকে তার অনেকখানি দেখা হয়েছে।

ছেলেটা ছায়ার কচুগাছের মতো ফর্সা। হাতের নীল নীল শিরা বের হয়ে আছে। অতিরিক্ত রোগা। ঘুমের সমস্যা মনে হয় আছে। চোখের নিচে কালি। বাম চোখের নিচে বেশি কালি। ডান চোখে কম। মাথায় অনেক চুল আছে। চেহারা ভাল। গোঁফ নেই— এটাও ভাল। পুরুষ মানুষের নাকের নিচে গোঁফ দেখলেই শামার গা শিরশির করে। মনে হয় ঘাপটি মেরে মাকড়সা বসে আছে। তাড়া দিলেই নাকের ফুটো দিয়ে ঢুকে যাবে।

কালো আচকান পরা মুখভর্তি দাড়ি এক ভদ্রলোক শামার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই যে মা, আমাদের জন্যে চা নিয়ে চলে এসেছ। কেমন আছ গো মা ?

শামা বলল, জি, আমি ভাল আছি।

বোস মা, তুমি আমার পাশে বোস। এমন সুন্দর কন্যা পাশে নিয়ে বসাও এক ভাগ্যের ব্যাপার ।

আচকান পরা ভদ্রলোক সরে গিয়ে শামার জন্যে জায়গা করলেন। শামা সহজ গলায় বলল, আমি খাবারটা হাতে হাতে দিয়ে নি। তারপর বসি ?

ঠিক আছে মা। ঠিক আছে। আগে কাজ তারপর বসা, তারপর আলাপ। আর এই জগতে খাওয়ার চেয়ে বড় কাজতো কিছু নেই। কী বলেন আপনারা ?

কেউ কিছু বলল না। শুধু আতাউর নামের ছেলেটা কাশতে লাগল। শামা মনে মনে বলল, এই যে খাতাউর ভাইয়া, আপনার এই কাশি ঠাণ্ডার কাশি, না যক্ষাটক্ষা আছে ?

প্লেটে খাবার বাড়তে বাড়তে শামা ভাবল খাবারের প্লেট সবার আগে যিনি মুরুব্বি তার হাতে দেয়া দরকার। তা না করে সে যদি যক্ষারোগী খাতাউরের হাতে দেয় তাহলে কেমন হয় ? যক্ষারোগী নিশ্চয়ই ভাবছে না তাকে প্রথম দেয়া হবে। তার কাশি আরো বেড়ে যাবে। আচকান পরা মওলানা বেশি ফটফট করছে। মওলানার ফটফটানি কিছুক্ষণের জন্য হলেও কমবে। মওলানা হয়ত মনে মনে বলবে— নাউজুবিল্লাহ, মেয়েটাতো মহানির্লজ্জ। বলুক যার যা ইচ্ছা।

শামা খাবারের প্লেট আতাউরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে খুবই স্বাভাবিক গলায় বলল, আপনার কি ঠাণ্ডা লেগেছে ? এত কাশছেন কেন ?

শামা যা ভেবেছিল তাই হলো। আচকান পরা মওলানা হকচকিয়ে গেলেন। তিনি শামার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছেন। যক্ষারোগীর কাশি কিছুক্ষণের জন্য হলেও থেমেছে। শামার বাবাও অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন।

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

মনে হচ্ছে ঘটনা কী ঘটছে তিনি বুঝতে পারছেন না।

আচকান পরা মওলানা নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, মা শোন, পুরুষ মানুষের কাশিকে তুচ্ছ করতে নাই। পুরুষ মানুষ চেনা যায় কাশি দিয়ে। কথায় আছে—

ঘোড়া চিনি কানে
রাজা চিনি দানে
কন্যা চিনি হাসে
পুরুষ চিনি কাশে।

আতাউরকে চিনতেছি তার কাশিতে আর তোমারে চিনতেছি তোমার হাসিতে। হা হা হা।

শামা লক্ষ করল সবাই হাসতে শুরু করেছে। এমনকি তার বাবাও হাসছেন। যিনি কখনো হাসেন না। কারণ হাসিকে তিনি চারিত্রিক দুর্বলতা মনে করেন। সবাই হাসছে, শুধু যক্ষ্মারোগীর মুখে কোনো হাসি নেই। সে মাথা আরো নিচু করে ফেলেছে।

কালো আচকান পরা মওলানা পাত্রের মেজো চাচা। সৈয়দ আওলাদ হোসেন। নেত্রকোনা কোর্টে ওকালতি করেন। তিনিই পাত্রের অভিভাবক। বিয়ের কথাবার্তার সময় পাত্রের অভিভাবকরা ক্রমাগত কথা বলেন। সৈয়দ সাহেব তার ব্যতিক্রম নন। তিনি দাড়ি কমা ছাড়াই কথা বলে গেলেন এবং বিদায়ের আগে আগে অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন, যাবার আগে একটা কথা বলে যাই। কন্যা আমাদের সবারই অত্যন্ত পছন্দ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। শুধু কন্যা পছন্দ হয়েছে বললে ভুল বলা হবে— কন্যার পিতাকেও পছন্দ হয়েছে। বেয়ান সাহেবের সাথে দেখা হয় নাই, তার রান্না পছন্দ হয়েছে। সিঙ্গাড়া অনেক জায়গায় খেয়েছি। এরকম স্বাদের সিঙ্গাড়া খাই নাই। বেয়ান সাহেবকে দূর থেকে জানাই অন্তরের অন্তস্তল থেকে মোবারকবাদ। এখন বিবাহের তারিখ নিয়ে দু'টা কথা। আমি সবচে' খুশি হতাম আজকে রাতেই বিবাহ দিতে পারলে। সেটা সম্ভব না। আমাদের নিজেদের কিছু আয়োজন আছে। আমরাতো শহরের লোক না, গ্রামের লোক। বিয়ে শাদি সবাইকে নিয়ে দিতে হয়। কাজেই বিবাহ হবে ইনশাল্লাহ আষাঢ় মাসে। আবদুর রহমান সাহেব আপনার কিছু বলার থাকলে বলেন।

আবদুর রহমান সাহেব বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, আপনারা যা ঠিক করবেন তাই হবে। এই মেয়ে এখন আপনাদের মেয়ে।

আওলাদ হোসেন সবগুলি দাঁত বের করে দিয়ে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ—

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

এই যে আপনি বললেন— আপনাদের মেয়ে, এতে সব কথা বলা হয়ে গেল। মেয়েতো আমাদের অবশ্যই, আপনাদের বাড়িতে থাকতে দিয়েছি। হা হা হা।

আওলাদ সাহেব আচকানের পকেট থেকে আংটি বের করে শামার আঙুলে পরিয়ে দিলেন। শুধু আংটি না, আংটির সঙ্গে খামে ভর্তি টাকাও আছে। এক হাজার এক টাকা।

আওলাদ সাহেব বললেন, এই যে এক হাজার এক টাকা দিলাম এর একটা ইতিহাস আছে। ইতিহাস না বললে বুঝবেন না। হয়ত ভাববেন টাকা দিচ্ছে কেন? ছোটলোক না-কি? এখন ইতিহাসটা বলি। আজ আমাদের খুবই গরিবি হালত। সব সময় এরকম ছিল না। আমার পূর্বপুরুষরা ছিল ঈশ্বরগঞ্জের ন'আনি জমিদার। তাদের নিয়ম ছিল কন্যাকে এক হাজার একটা আশরাফি দিয়ে মুখ দেখা। এই নিয়মতো এখন আর সম্ভব না। তারপরেও পুরনো স্মৃতি ধরে রাখা।

শামা বাবার চোখের ইশারায় তার হবু চাচা শ্বশুরকে পা ছুঁয়ে সালাম করে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার কাছে মনে হচ্ছে সে একটা নাটকে পাঠ করছে যে নাটকে তার চরিত্রটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কোনো সংলাপ নেই। পরিচালক তাকে বুঝিয়েও দেন নি স্টেজে উঠে কী করতে হবে। এক হাজার এক টাকা ভর্তি খামটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে খুবই অস্বস্তি লাগছে। এটা যদি কোনো হাসির নাটক হত তাহলে সে খাম খুলে টাকাগুলি বের করে গুণতে শুরু করত এবং একটা নোট বের করে বলত, এই নোটটা ময়লা, বদলে দিন। কিন্তু এটা কোনো হাসির নাটক না। খুবই সিরিয়াস নাটক। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের একজন ঈশ্বরগঞ্জের ন'আনি জমিদারের উত্তরপুরুষ সৈয়দ ওয়ালিউর রহমান এখন আবেগে আপ্লুত হয়ে কাঁদছেন এবং রুমালে চোখের পানি মুছছেন। নাটকের আরেক চরিত্র শামার বাবা আবদুর রহমান সাহেবের চোখেও পানি। অন্যান্য পার্শ্ব চরিত্রেরাও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। মন্টুকে দেখা যাচ্ছে। সে ব্যাপার দেখে পুরোপুরি হকচকিয়ে গিয়েছে। তার হাতে একটা পানির গ্লাস। শামার মনে হল যে কোনো মুহূর্তে সে হাত থেকে পানির গ্লাস ফেলে দেবে। বিয়ের পাকা কথার দিন হাত থেকে পড়ে গ্লাস ভাঙা শুভ না অশুভ কে জানে! শামার হঠাৎ করেই আয়নায় নিজেকে দেখতে ইচ্ছা করল। তার চেহারাটা কি আগের মতোই আছে না বদলাতে শুরু করেছে? ছেলেদের চেহারা সমগ্র জীবনে খুব একটা পাল্টায় না, কিন্তু মেয়েদের চেহারা পাল্টাতে থাকে। কুমারী অবস্থায় থাকে এক রকম চেহারা, বিয়ের কথাবার্তা ঠিকঠাক হবার সময় হয় অন্য এক রকম চেহারা, বিয়ের পর আরেক রকম চেহারা। মা হবার পর চেহারা আবার পাল্টায়। যখন শাশুড়ি হয় তখন আরেক দফা চেহারা বদল।

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

আবদুর রহমান সাহেব ভেতরের বারান্দায় রাখা দু'টা বেতের চেয়ারের একটায় বসে আছেন। অন্যটায় বসেছেন সুলতানা। আবদুর রহমান সাহেবের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। তিনি সিগারেট খান না। আজ বিশেষ দিন উপলক্ষে মন্টুকে দিয়ে তিনটা সিগারেট আনানো হয়েছে। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে সিগারেট টেনে তিনি খুবই মজা পাচ্ছেন। সুলতানা বললেন, চা খাবে ? আবদুর রহমান তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, চা এক কাপ খাওয়া যায়। তোমার চা বানানোর দরকার নেই। বড় মেয়েকে বল চা বানিয়ে আনুক। বিয়ে হয়ে যাচ্ছে কাজ কর্ম শিখবে না ?

সুলতানা বললেন, মেয়েকে এখন আমি মরে গেলেও চুলার কাছে যেতে দেব না। বিয়ের পাকা কথা হবার পর মেয়েদের চুলার কাছে যেতে দেয়া হয় না।

তাই না-কি ?

অনেক নিয়মকানুন আছে। চুল খোলা রেখে বাইরে বের হওয়া নিষেধ। রাতে বিছানায় একা থাকা নিষেধ।

বল কী! জানতাম নাতো।

সুলতানা চা বানানোর জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। আবদুর রহমান স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললেন, চা কিন্তু দুই কাপ আনবে। চা খেতে খেতে বুড়োবুড়ি গল্প করি। মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে এখনতো আমরা বুড়োবুড়িই তাই না ? আর এশাকে একটু পাঠাও ওর সঙ্গে কথা আছে।

ওর সঙ্গে কী কথা ?

আছে, কথা আছে। সব কথা তোমাকে বলা যাবে না-কি ? বাপ-মেয়ের আলাদা কথা থাকবে না! শুধু মা-মেয়ে রাত জেগে গুটুর গুটুর, তা হবে না। হা হা হা।

স্বামীর আনন্দ দেখে সুলতানার মন কেমন কেমন করতে লাগল। অনেকদিন পর মানুষটাকে তিনি এত আনন্দিত দেখলেন। মেয়ের বিয়ে ঠিক হওয়ায় কোনো বাবা কি এত আনন্দিত হয় ? তিনি নিজে আনন্দ পাচ্ছেন না। ছেলেটাকে তার তেমন পছন্দ হয় নি। তাঁর ধারণা শামার মতো রূপবতী মেয়ের জন্য অনেক ভাল পাত্র পাওয়া যেত। একটু শুধু খোঁজ খবর করা। মানুষটা তার কিছুই করল না। অফিসের কোনো একজনকে ধরে এনে বলল, এর সাথে বিয়ে।

এশা বাবার সামনে এসে দাঁড়াল। আবদুর রহমান হাসিমুখে তার কন্যার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোর আপার বিয়েতো ঠিক হয়ে গেল। নেক্সট টার্গেট তুই। তৈরি হয়ে যা।

এশা গম্ভীর মুখে বাবার দিকে তাকিয়ে রইল। বাবার হালকা রূপ দেখে সে

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

অভ্যস্ত না। তার অস্বস্তি লাগছে।

ছেলেটাকে কেমন দেখলি ?

ভাল।

শামা কি কিছু বলেছে ছেলে পছন্দ হয়েছে কি-না।

না কিছু বলে নি।

ও আছে কোথায় ?

দোতলায়। বাড়িওয়ালা চাচার বাসা থেকে কাকে যেন টেলিফোন করবে।

আবদুর রহমান টেলিফোনের কথায় নড়েচড়ে বসলেন। খুবই আগ্রহের সঙ্গে গলা সামান্য নামিয়ে বললেন, এক কাজ করতো পাঞ্জাবির পকেটে আমার মানিব্যাগ আছে। মানিব্যাগ খুলে দেখ— হলুদ এক পিস কাগজ আছে। কাগজে টেলিফোন নাম্বার লেখা। কাগজটা শামাকে দিয়ে দিস।

কার টেলিফোন নাম্বার ? ঐ ছেলের ?

হ্যাঁ আতাউরের। সে তার বড়বোনের সঙ্গে এখন আছে। বড়বোনের টেলিফোন নাম্বার। শামা যদি ছেলের সঙ্গে কিছু বলতে চায় বলুক। বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে, এখন টেলিফোনে কথাবার্তা বলা দোষনীয় কিছু না। তবে দেখা সাক্ষাৎ না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।

আর কিছু বলবে বাবা ?

আবদুর রহমান সাহেবের মেয়ের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ গল্প করার ইচ্ছা ছিল। মেয়েদের সঙ্গে দিনের পর দিন তার কোনো কথা হয় না। কথা বলার মতো সুযোগই তৈরি হয় না। আজ একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে। তিনি সুযোগটা ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন। সেটা সম্ভব হলো না। এশা তার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহ বোধ করছে না। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে বাবার সামনে থেকে চলে যেতে পারলে বাঁচে। যেন সে বাবার সঙ্গে কথা বলছে না, কথা বলছে তার স্কুলের রাগী এসিসটেন্ট হেডমাস্টারের সঙ্গে।

আবদুর রহমান সাহেবের মন সামান্য খারাপ হলো, তবে তিনি মন খারাপ ভাবটাকে তেমন গুরুত্ব দিলেন না। মেয়েরা বড় হলে বাবার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে এটাই স্বাভাবিক। জগতের অনেক সাধারণ নিয়মের মধ্যে একটা নিয়ম হলো— মেয়েরা বড় হলে মা'র দিকে ঝুঁকে পড়ে, ছেলেরা ঝুঁকে বাবার দিকে। তাঁর ক্ষেত্রে এটাও সত্যি হয় নি। মন্টু তার ধারে কাছে আসে না। মন্টু হয়ত টিভি দেখছে, বাবার পায়ের শব্দ শুনলে ফট করে টিভি বন্ধ করে দেবে। চোখ মুখ শক্ত করে বসে থাকবে। বাবা ঘরে ঢুকলে সে উঠে পাশের ঘরে চলে যাবে। এই অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। আবদুর রহমান ঠিক করলেন এখন

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

থেকে সম্পর্ক সহজ করার চেষ্টা করবেন। মন্টুকে সঙ্গে নিয়ে মাঝে মধ্যে টিভি প্রোগ্রাম দেখবেন। ডিশের লাইন না-কি নিয়েছে— অনেক কিছু দেখা যায়। তা-ই বাপ বেটায় মিলে দেখবেন। তিনি এখনো কিছু দেখেন নি। টিভির সামনে বসলেই তাঁর মাথা ধরে যায়। মনে হয় চোখের কোনো সমস্যা। ডাক্তার দেখাতে হবে। ছানি পড়ার বয়স হয়ে গেছে। চোখে ছানি পড়ে গেছে হয়ত।

সুলতানা চা নিয়ে এলেন না। মন্টু এক কাপ চা হাতে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বাবার সামনে দাঁড়াল। সে চায়ের কাপটা বাবার হাতে দেবে না মেঝেতে নামিয়ে রাখবে সেটা বুঝতে পারছে না। বাবার সামনে কোনো টেবিল নেই।

আবদুর রহমান ছেলের হাত থেকে কাপ নিতে নিতে বললেন, তোর মা কোথায় ?

রান্না করছেন।

আবদুর রহমান বিরক্ত বোধ করলেন। ছেলেকে দিয়ে চা পাঠানো ঠিক হয় নি। বাবাকে চা নাশতা দেয়া মেয়েদের কাজ। ছেলেকে দিয়ে এইসব কাজ করালে ছেলেদের মধ্যে মেয়েলি স্বভাব চলে আসে। আজকাল একটা কথা খুব শুনতে পাচ্ছেন— ছেলেমেয়ে বলে আলাদা কিছু নেই, ছেলেও যা মেয়েও তা। খুবই হাস্যকর কথা বলে তার মনে হয়। ছেলেমেয়ে যদি একই হয় তাহলে ছেলেগুলি মেয়েদের মতো শাড়ি ব্লাউজ পরে না কেন ?

মন্টু চলে যাচ্ছিল, আবদুর রহমান বললেন, এই তোর পড়াশোনা কেমন হচ্ছে রে ?

মন্টু বাবার দিকে তাকাল না। চলে যেতে যেতে বলল, ভাল।

তার একটাই ভয়, বাবা যদি ডেকে কিছু জিজ্ঞেস করে বসেন! আবদুর রহমান চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দ্বিতীয় সিগারেটটা ধরালেন। এবারের চা ভাল হয় নি। তিতা তিতা লাগছে। সিগারেট টেনেও মজা পাচ্ছেন না। মনে হচ্ছে ড্যাম্প সিগারেট।

শামাদের বাড়িওয়ালা মুত্তালিব সাহেবের বয়স পাঁচপঞ্চাশ। তিনি চুলে কলপ দিয়ে রঙিন শার্টটার্ট পরে বয়সটাকে কমিয়ে রাখার নানান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তেমন কোনো লাভ হচ্ছে না। বয়স মোটেই কম দেখাচ্ছে না। বরং যা বয়স তাঁর চেয়েও বেশি দেখাচ্ছে। এই বয়সে কারোই সব দাঁত পড়ে না। তার প্রায় সব দাঁতই পড়ে গেছে। সামনের পাটির দু'টা দাঁত ছিল। বাঁধানো দাঁত ফুল সেট থাকলে অনেক সুবিধা— এই রকম বুঝিয়ে দাঁতের ডাক্তার সেই দু'টা দাঁতও ফেলে দিয়েছে। ঘুম থেকে উঠে তিনি বাঁধানো দাঁত পরেন। তার কাছে মনে হয়

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

তিনি কলকব্জা মুখে নিয়ে বসে আছেন। তাঁর ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে। ডাক্তাররা বলে দিয়েছে প্রতিদিন খুব কম করে হলেও এক থেকে দেড় ঘণ্টা হাঁটাহাঁটি করতে হবে। তিনি হাঁটাহাঁটি করতে পারছেন না কারণ মাস তিনেক হলো ডান পায়ের হাঁটু বাঁকাতে পারছেন না। হাঁটু বাঁকাতে মালিশ এবং চিকিৎসা চলছে, কোনো লাভ হচ্ছে না। বরং ক্ষতি হচ্ছে, হাঁটু শক্ত হয়ে যাচ্ছে। চিকিৎসার আগে সামান্য বাঁকত, এখন তাও বাঁকছে না। একটা লোহার মতো শক্ত পা নিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে তিনি নিশ্চয়ই মর্নিং ওয়াক বা ইভিনিং ওয়াক করতে পারেন না ?

তিনি একটা হুইল চেয়ার কিনেছেন। বেশির ভাগ সময় হুইল চেয়ারে বসে বারান্দার এক মাথা থেকে আরেক মাথায় যান। আবার ফিরে আসেন। সময় কাটানোর জন্যে একটা বাইনোকুলার কিনেছেন। বাইনোকুলার চোখে দিয়ে রাস্তার লোক চলাচল দেখেন। বাইনোকুলার চোখে লাগালেই রাস্তার লোকজন চোখের সামনে চলে আসে। তখন তাদের সঙ্গে গম্ভীর গলায় কথাবার্তা বলেন— এই যে চশমাওয়ালা, মাথাটা বাঁকা করে আছেন কেন ? ঘাড়ে ব্যথা ? রাতে বেকায়দায় ঘুমিয়েছিলেন ?

ভদ্রলোক বাড়িতে একা থাকেন। স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হয় নি বলে পনেরো বছর আগে ডিভোর্স হয়ে গেছে। তিনি নিজে ডিভোর্সের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাদের সাত বছর বয়সের একটা মেয়ে আছে। ডির্ভোস হলে মেয়েটা যাবে কোথায় ? কিন্তু মুত্তালিব সাহেবের স্ত্রী হেলেনা খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিলেন। উকিল এনে ডিভোর্সের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত তিনি অন্ন স্পর্শ করবেন না। হেলেনা ডিভোর্সের দু'বছরের মাথায় আবারো বিয়ে করেছেন। দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে তাঁর জীবন সুখেই কাটছে বলে মনে হয়। এই ঘরে ছেলে মেয়ে হয়েছে। দুই ছেলে এক মেয়ে। বিস্ময়কর মনে হলেও সত্যি তিনি প্রায়ই তাঁর প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন।

মুত্তালিব সাহেবের একটাই মেয়ে মীনাক্ষি। হেলেনার দ্বিতীয় বিয়ের পর তিনি মীনাক্ষীকে জোর করে নিজের কাছে রেখে দেন। মীনাক্ষীর বয়স তখন আট। সে এমনই কান্নাকাটি শুরু করে যে তিনি নিজেই মেয়েকে তার মা'র কাছে রেখে আসেন এবং হুঙ্কার দিয়ে বলেন, তোকে যদি আমার বাড়ির ত্রিসীমানায় দেখি তাহলে কিন্তু কাঁচা খেয়ে ফেলব। আর খবরদার আমাকে বাবা ডাকবি না। গোঁফওয়ালা যে ছাগলটার সঙ্গে তোর মা'র বিয়ে হয়েছে তাকে বাবা ডাকবি। আমাকে নাম ধরে ডাকবি। মিস্টার মুত্তালিব ডাকবি। ফাজিল মেয়ে।

সেই মীনাক্ষী এখন থাকে স্বামীর সঙ্গে নিউ অর্লিন্সে। টেলিফোনে বাবার খোঁজ খবর প্রায়ই করে। মুত্তালিব সাহেব কখনো টেলিফোন করেন না। কারণ

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

তিনি মেয়ের টেলিফোন নাম্বার বা ঠিকানা জানেন না। কখনো জানার আগ্রহ বোধ করেন নি। ভদ্রলোক যৌবনে নানান ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য করেছেন। কোনোটিই তেমন জমে নি। জীবনে শেষ বেলায় তাঁর সঞ্চয় অতীশ দীপংকর রোডে দু'তলা একটি বাড়ি। তেরশ সিসির লাল রঙের একটা টয়োটা এবং ব্যাংকে কিছু ফিক্সড ডিপোজিট। এক সময় ভেবেছিলেন ফিক্সড ডিপোজিটের সুদের টাকায় জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবেন। এখন তা ভাবছেন না। প্রায়ই তাঁকে মূল সঞ্চয়ে হাত দিতে হচ্ছে।

মুত্তালিব সাহেব শামা মেয়েটিকে অত্যন্ত পছন্দ করেন। কোনো এক বিচিত্র কারণে তিনি চান না তাঁর পছন্দের কথাটা শামা জানুক। শামার সঙ্গে দেখা হলেই তিনি তটস্থ হয়ে থাকেন। তাঁর একটাই চিন্তা— অস্বাভাবিক মমতার ব্যাপারটা তিনি কীভাবে গোপন রাখবেন। তাঁর ধারণা এই কাজটা তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবেই করছেন। বাস্তব সে রকম না। শামা ব্যাপারটা খুব ভাল মতো জানে।

বিকেলে শামাকে দোতলায় উঠতে দেখে তিনি ধমকের গলায় বললেন, টেলিফোন করতে এসেছিস ? তোকে একশবার বলেছি এটা পাবলিক টেলিফোন না।

শামা বলল, টেলিফোন করতে আসি নি। আপনার পায়ের অবস্থা জানতে এসেছি। পায়ের অবস্থা কী ? হাঁটু কি বাঁকা হচ্ছে না আগের মতোই আছে ?

মুত্তালিব সাহেব জবাব দিলেন না।

শামা বলল, এরকম রাগী রাগী মুখ করে বসে আছেন কেন ?

মুত্তালিব সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, মাথা ধরেছে। তুই কথা বলিস নাতো। তোর ক্যানক্যানে গলা শুনে মাথা ধরা আরো বেড়ে যাচ্ছে। তুই যে জন্যে এসেছিস সেটা শেষ করে বিদেয় হ।

আমি কী জন্যে এসেছি ?

টেলিফোন করতে এসেছিস। তৃণা ফৃনা কতগুলি মেয়ে বান্ধবী ভাল জুটিয়েছিস। বেয়াদবের এক শেষ।

আপনার সঙ্গে কী বেয়াদবি করল ?

রাত সাড়ে এগারোটার সময় টেলিফোন করে বলে, আপনাদের একতলায় যে থাকে, শামা নাম, তাকে একটু ডেকে দিনতো। কোনো স্লামালাইকুম নেই। কিছু নেই।

আপনি কী করলেন ? খট করে টেলিফোন রেখে দিলেন ?

আমি বললাম, রাত সাড়ে এগারোটা বাজে— এটা আড্ডার সময় না ঘুমাতে

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

যাবার সময়। বিছানায় যাও— ঘুমাবার চেষ্টা কর।

এটা বলেই খট করে টেলিফোন রেখে দিলেন ?

খট করে রাখলাম না, যেভাবে রাখতে হয় সেভাবেই রাখলাম। তুই দুনিয়ার মানুষকে আমার টেলিফোন নাম্বার দিচ্ছিস এটা ঠিক না।

আর দেব না।

যাদেরকে দিয়েছিস তাদের বলে দিবি কখনো যেন এই নাম্বারে তোকে খোঁজ না করে।

আচ্ছা বলে দেব। আপনি দয়া করে রাগে দাঁত কিড়মিড় করবেন না। আপনার ফলস দাঁত— খুলে পড়ে যাবে।

শামা হাসছে। মুত্তালিব সাহেব ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন, মেয়েটা খুবই সুন্দর করে হাসছে। দেখলেই মায়া লাগে। মুত্তালিব সাহেবের এখন বলতে ইচ্ছে করছে— শামা শোন, তোর বন্ধুদের বলিস টেলিফোন করতে। আমি তোকে ডেকে দেব।

শামা বলল, চাচা, ডাক্তার যে আপনাকে বলেছে দেয়াল ধরে হাঁটতে, আপনি কি হাঁটছেন ?

না।

আসুন আমার হাত ধরে ধরে হাঁটুন। প্রতিদিন আমি আধঘন্টা করে আপনাকে হাঁটা প্র্যাকটিস করাব।

তার বদলে আমাকে কী করতে হবে ?

তার বদলে আপনি আমাকে আধঘন্টা করে টেলিফোন করতে দেবেন। ঠিক আছে চাচা ?

না, ঠিক নেই। আজ বিকেলে তোদের এখানে কে এসেছিল ?

খাতাউর সাহেব এসেছিলেন।

খাতাউরটা কে ?

এখনো কেউ না তবে ভবিষ্যতে আমার হাসবেন্ড হয়ে আসরে নামতে পারেন। সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

মুত্তালিব সাহেব হুইল চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। কনে দেখার মতো বড় একটা ব্যাপার ঘটেছে অথচ কেউ তাকে খবরও দেয় নি! খবর পাঠালে তিনি কি উপস্থিত হতেন না ? হাঁটুতে সমস্যা তাই বলে হাঁটাহাঁটিতো পুরোপুরি বন্ধ না।

ছেলে কী করে ?

বাবার অফিসে চাকরি করে।

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

দেশ কোথায় ?

দেশ হলো বাংলাদেশ।

কোন জেলা, গ্রামের বাড়ি কোথায় ?

জানি না।

ছেলের নাম কি সত্যি খাতাউর ?

জ্বি না। ভাল নাম আতাউর তবে সব মহলে খাতাউর নামে পরিচিত।

শামা আবারো হাসছে। মুত্তালিব সাহেব শামার দিকে মন খারাপ করে তাকিয়ে আছেন। হাসি খুশি এই মেয়েটা বিয়ের পর নিশ্চয়ই তার কাছে আসবে না। সহজ ভঙ্গিতে গল্প করবে না।

চাচা!

হুঁ।

আমি কি আজ শেষবারের মতো আপনার টেলিফোনটা ব্যবহার করতে পারি ? আমার যে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে এই খবরটা বন্ধুদের দেব।

মুত্তালিব সাহেব শার্টের পকেট থেকে টেলিফোনের চাবি বের করে দিলেন। তিনি তাঁর টেলিফোন সব সময় তালাবন্ধ করে রাখেন।

শামা সবসময় খুব আয়োজন করে টেলিফোন করে। টেলিফোন সেটের পাশেই ইজি চেয়ার। সে ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে। টেলিফোন সেটটা রাখে নিজের কোলে। কথা বলার সময় তার চোখ থাকে বন্ধ। চোখ বন্ধ থাকলে যার সঙ্গে কথা বলা হয় তার চেহারা চোখে ভাসে। তখন কথা বলতে ভাল লাগে।

হ্যালো তৃণা ?

হুঁ।

কী করছিলি ?

কিছু করছিলাম না। আচার খাচ্ছিলাম।

কীসের আচার ?

তেঁতুলের আচার। খাবি ?

হুঁ খাব।

শামা হাসছে। তৃণাও হাসছে। শামা তার বিয়ের খবরটা কীভাবে দেবে ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারছে না। তৃণা বলল, ১৭ তারিখের কথা মনে আছে ? মীরার বিয়ে।

হুঁ মনে আছে।

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

বাসা থেকে পারমিশন করিয়ে রাখবি। আমরা সারা রাত থাকব। খুব হুল্লোড় করব। জিনিয়া বলেছে সে তার বাবার কালেকশন থেকে এক বোতল শ্যাম্পেন নিয়ে আসবে। দরজা বন্ধ করে শ্যাম্পেন খাওয়া হবে।

সারারাত থাকতে দেবে না।

অবশ্যই দেবে। না দেবার কী আছে? তুই তো কচি খুকি না।

আমাদের বাসা অন্যসব বাসার মতো না।

কোনো কথা শুনতে চাচ্ছি না। যেভাবেই হোক পারমিশন আদায় করবি।

আচ্ছা দেখি।

তুই একটু ধরতো শামা, আমার হাতের তেঁতুল শেষ হয়ে গেছে। তেঁতুল নিয়ে আসি। এক মিনিট।

শামা টেলিফোন ধরে বসে রইল, তৃণা ফিরে এল না। তৃণার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হলে এ ব্যাপারটা প্রায়ই ঘটে। তৃণা কথাবার্তার মাঝখানে হঠাৎ বলে, 'এক মিনিট, ধর। আমি আসছি।' আর আসে না। তৃণা কি এটা ইচ্ছা করে করে? যাদের সঙ্গে তার কথা বলতে ইচ্ছা করে না— তাদের সঙ্গে এ ধরনের ট্রিকস করে।

আবদুর রহমান সাহেব দশটা বাজতেই ঘুমুতে যান। আজ ঘুমুতে গেলেন সাড়ে এগারোটায়। হিসেবের বাইরের দেড় ঘণ্টা কাটালেন টিভি দেখে। কোনো একটা চ্যানেলে বাংলা ছবি হচ্ছিল। মাঝামাঝি থেকে দেখতে শুরু করেছেন। দেখতে তেমন ভাল লাগছে না, আবার খারাপও লাগছে না। তাঁর ইচ্ছা করছিল স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়ে ছবি দেখেন। সেটা সম্ভব হলো না। মন্টু বলল, তার পরীক্ষা সে টিভি দেখবে না। এশা বলল, সে বাংলা ছবি দেখে না। শামা বলল, তার মাথা ধরেছে। তিনি একা একাই টিভির সামনে বসে রইলেন। সিনেমার গল্পে মন দেবার চেষ্টা করলেন। বড়লোক নায়ক গাড়ি একসিডেন্ট করে অন্ধ হয়ে গেছে। তার সেবা শুশ্রূষা করার জন্যে অসম্ভব রূপবতী এক নার্স বাড়িতে এসেছে। নার্স ছেলেটির প্রেমে পড়ে গেছে। অথচ ছেলেটির অন্য এক প্রেমিকা আছে। গল্পে নানান ধরনের জটিলতা। এর মধ্যে নায়কের এক বন্ধু আছে, যার প্রধান দায়িত্ব হাস্যকর কাণ্ডকারখানা করে লোক হাসানো। যেমন সে ফ্রিজের ভেতর ঘাপটি মেরে বসে থাকে। কেউ ফ্রিজ থেকে পানির বোতল আনতে গেলে সে নিজেই হাত বের করে বোতল তুলে দেয়। আবদুর রহমান নায়কের বন্ধুর অভিনয়ে খুবই মজা পেলেন। যে ক'বার তাকে পর্দায় দেখা গেল সে ক'বারই তিনি প্রাণ খুলে হাসলেন।

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

শামা মা'কে বলল, বাবার বোধহয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কী রকম বিশ্রী করে হাসছে! মা তুমি বাবার মাথায় পানি ঢেলে বিছানায় শুইয়ে দাও।

সুলতানা হাসলেন।

শামা বলল, হাসির কথা না মা। আমার সত্যি ভাল লাগছে না।

সুলতানা বললেন, তোর বিয়ে ঠিক হওয়ায় বেচারা খুবই খুশি হয়েছে। খুশি চাপতে পারছে না বলে এ রকম করছে।

আমারতো মা কোনো রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে না। কেরানি টাইপ একজনের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে।

তোর বাবার খুবই পছন্দের ছেলে। মাঝে মাঝে এরকম হয়— কারণ ছাড়াই কোনো একজনকে মনে ধরে যায়।

কারণ ছাড়া কিছু হয় না মা। সব কিছুর পেছনে কারণ থাকে। মাঝে মাঝে কারণটা বোঝা যায়। মাঝে মাঝে বোঝা যায় না।

তোর কি ছেলেটাকে পছন্দ হয়েছে?

না।

তোর বাবাতো এক্কেবারে বিয়ের তারিখ টারিখ করে ফেলল।

করলেও কোনো লাভ হবে না। আচ্ছা মা শোন, ওরা যে এক হাজার এক টাকা দিয়ে গেছে এই টাকাটা আমি খরচ করে ফেলি?

সুলতানা মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শামা বলল, আমার এক বান্ধবীর বিয়ে। তার বিয়েতে উপহার কিনতে হবে।

সুলতানা শামার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে নিজের প্রশ্নটা আবার করলেন, ছেলে কি তোর মোটেও পছন্দ হয় নি?

না হয় নি।

তাহলেতো তোর বাবাকে বলা দরকার। অপছন্দের একজনকে কেন বিয়ে করবি?

বাবাকে কিচ্ছু বলার দরকার নেই। যেহেতু আমার পছন্দের কেউ নেই, আমি শেষটায় খাতাউরের গলা ধরে ঝুলে বসতেও পারি। মা শোন, আমি কি ঐ এক হাজার এক টাকাটা খরচ করতে পারি?

তোর টাকা তুই খরচ করবি এতবার জিজ্ঞেস করার কী আছে?

আমার ঐ বান্ধবীর বিয়ে হবে উত্তরায়। আমরা সারারাত থেকে খুব হুল্লোড় করব। বাবার কাছে বলে আমার ভিসা করিয়ে রাখবে।

আমি কিছু বলতে পারব না। তুই নিজে বলবি। তোর বাবা রাজি হবে

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

বলে আমার মনে হয় না। আর শোন তুই তোর বাবার সঙ্গে কথা বলে তারপর ঘুমুতে যা।

কেন ?

তুই বাড়িওয়ালার বাসায় ছিলি, তোর বাবা কয়েকবার তোকে খোঁজ করেছে। মনে হয় কিছু বলবে।

বাবা খেজুরে আলাপ করবে। খেজুরে আলাপ আমার একদম পছন্দ না।

এইভাবে কথা বলছিস কেন— ছিঃ!

খালি হাতে বাবার সামনে যেতে পারব না। পান টান কিছু দাও নিয়ে যাই।

সুলতানা বললেন, এক কাজ কর। তোর বাবা যে শাড়িটা এনেছে এটা পরে যা। তোর বাবা খুব খুশি হবে।

শামা হাই তুলতে তুলতে বলল, বাবা এমিতেই খুশি আছে। আরো খুশি করার দরকার নেই। বেলুনে বেশি বাতাস ভরলে বেলুন ব্রাস্ট করে। বাবা এখন ব্রাস্ট করার পর্যায়ে চলে গেছেন।

শামা খিলখিল করে হাসছে। সুলতানা মুগ্ধ হয়ে মেয়ের হাসি দেখছেন।

আবদুর রহমান মশারির ভেতর ঢুকে পড়েছিলেন। বড় মেয়েকে দেখে মশারির ভেতর থেকে বের হলেন। শামা বলল, বাবা তোমার জন্যে পান এনেছি।

আবদুর রহমান আনন্দিত গলায় বললেন, পানতো আমি একবেলা খাই। শুধু দুপুরে ভাত খাবার পর। যাই হোক, এনেছিস যখন খেয়ে ফেলি। সমস্যা একটাই— আবার দাঁত মাজতে হবে। চলে যাচ্ছিস না-কি ? বোস, পান খেতে খেতে গল্প করি।

শামা বসল না। দাঁড়িয়ে রইল। বসলেই বাবা দীর্ঘ কথাবার্তা শুরু করতে পারেন। বাবাকে এই সুযোগ কিছুতেই দেয়া যাবে না। শামার মনে হলো বাবার মেজাজ আজ শুধু যে ভাল তা না, অস্বাভাবিক ভাল। বান্ধবীর বিয়েতে সারা রাত কাটাবার অনুমতি নিতে হলে আজই নিতে হবে। এ রকম সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।

আবদুর রহমান পান মুখে দিয়ে বললেন, এশার কাছে একটা টেলিফোন নাম্বার আছে। আতাউরের নাম্বার। যদিও বিয়ের আগে মেলামেশা মোটেও বাঞ্ছনীয় না, তারপরেও বিশেষ কিছু যদি জানতে চাস—

শামা বলল, কিছু জানতে চাই না।

আবদুর রহমান বললেন, বিয়ে শাদি পুরোপুরি ভাগ্যের ব্যাপার। অনেক খোঁজ খবর করে বিয়ে দেবার পর দেখা যায় বিরাট ঝামেলা। স্বামী তেল আর

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

স্ত্রী জল। ঝাঁকাঝাঁকি করলে মিশে আবার ঝাঁকাঝাঁকি বন্ধ করলেই তেল জল আলাদা হয়ে যায়।

শামা বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। আবদুর রহমান হড়বড় করে কথা বলেই যাচ্ছেন। তার মুখ থেকে পানের রস গড়িয়ে শাদা গেঞ্জিতে পড়ছে। থুতনিতে রস লেগে আছে। তিনি তেল জল বিষয়ক কথাবার্তা বলেই যাচ্ছেন। কী বলছেন নিজেও বোধহয় জানেন না। শামা ভেবে পাচ্ছে না তার বাবা এত খুশি কেন। রহস্যটা কী! সে বাবাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, বাবা তোমাকে একটা জরুরি কথা চট করে বলে নেই, পরে ভুলে যাব।

আবদুর রহমান আগ্রহ নিয়ে বললেন, কী কথা?

আমার এক বান্ধবীর বিয়ে। মীরা নাম। উত্তরায় ওদের বাড়ি। আমরা সব বন্ধুরা দল বেঁধে বিয়েতে যাচ্ছি। মীরা বলে দিয়েছে আমাদের সারা রাত থাকতে হবে।

থাকবি। বন্ধুবান্ধবের বিয়েতে মজা না করলে কার বিয়েতে করবি? তোর বিয়েতেও ওদের সবাইকে বলবি। গায়ে হলুদের পর থেকে সবাই যেন থাকে। একটা ঘর তোর বন্ধুদের জন্যে ছেড়ে দেব। মেঝেতে টানা বিছানা করে দেব। ঠিক আছে রে মা?

শামা বলল, ঠিক আছে বাবা।

আজকের পত্রিকা পড়েছিস?

হ্যাঁ।

ইদানীং সব পত্রিকায় নতুন একটা ব্যাপার হয়েছে— কার্টুন ছাপা হচ্ছে। বেশির ভাগ সময়ই খুব ফালতু টাইপ। মাঝে মাঝে আবার খুবই ভাল।

আজকেরটা কি ভাল?

আজকেরটা খুবই ভাল। হাসতে হাসতে অবস্থা কাহিল। ঘটনাটা হলো এক লোকের পা ভাঙা। হাসপাতালে পড়ে আছে। তার বন্ধু গিয়েছে তাকে দেখতে। বন্ধু বলল, কীরে পা কীভাবে ভাঙলি?

সে বলল, সিগারেট খেতে গিয়ে পা ভাঙলাম। বন্ধু বলল, এটা আবার কেমন কথা? সিগারেট খেতে গিয়ে কেউ পা ভাঙে? সে বলল, ঘটনাটা হলো— সিগারেট শেষ করে জলন্ত টুকরাটা খোলা ম্যানহোলে [redacted]

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

মিথ্যা দু'রকমের আছে। হঠাৎ মুখে এসে যাওয়া মিথ্যা, আর ভেবে চিন্তে বলা মিথ্যা। হঠাৎ মিথ্যা আপনা আপনি মুখে এসে যায়। কোনো পরিশ্রম করতে হয় না। ভেবে চিন্তে মিথ্যা বলাটাই কঠিন। এই মিথ্যা সহজে গলায় আসে না। বারবার মুখে আটকে যায়।

শামার মুখে অবশ্যি মিথ্যা তেমন আটকাচ্ছে না। সে গড়গড় করেই বলে যাচ্ছে এবং নিজেও খুব বিস্মিত হচ্ছে। সে কথা বলছে টেলিফোনে। ওপাশে ফোন ধরে আছে আতাউর। মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা মিথ্যা বলতে নেই। শামাকে বলতে হচ্ছে।

শামা বলল, আপনি আমাকে চিনবেন না। আমার নাম এশা। শামা আপু, যার সঙ্গে আপনার বিয়ের কথাবার্তা হয়েছে আমি তার ছোট বোন।

ও আচ্ছা। তুমি কেমন আছ?

ভাল আছি। আপনার টেলিফোন নাম্বার আমি আপাকে দিয়েছিলাম, সে আপনাকে টেলিফোন করবে না। লজ্জা পায়। কাজেই ভাবলাম আমিই করি। আপনি বিরক্ত হচ্ছেন নাতো?

বিরক্ত হব কেন?

আপনার চেহারা দেখে মনে হয় আপনি অল্পতেই বিরক্ত হন।

আমি অল্পতে কেন বেশিতেও বিরক্ত হই না।

বিরক্ত না হলেই ভাল। কারণ বড় আপুর স্বভাব হলো সবাইকে বিরক্ত করা। আপনাকে সে বিরক্ত করে মারবে। আপনার সঙ্গে সে নানান ধরনের ফাজলামি করবে। আপনার জীবন অতিষ্ট করে তুলবে।

তাই না-কি?

হ্যাঁ তাই। সে আপনাকে কী ডাকছে জানেন? ডাকছে খাতাউর।

খাতাউর?

হ্যাঁ খাতাউর। আপনাকে ডাকছে ন'আনির জমিদার মি. খাতাউর।

শোন এশা, আমরা জমিদার টমিদার না। আমার চাচার বেশি কথা বলা অভ্যাস। আমার খুবই লজ্জা লাগছে যে তিনি এ ধরনের কথাবার্তা বলেছেন।

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

এখন জমিদার না হলেও এক সময়তো ছিলেন।

অনেক আগের কথা। আমরা এখন খুবই দরিদ্র মানুষ।

আপনার জমিদারি নিয়ে বড় আপা কিন্তু আপনাকে খুব ক্ষেপাবে। গতকালই আমাকে বলেছে— এই এশা, তুই আমাকে আপা ডাকবি না। আমি জমিদারের বউ। আমাকে ডাকবি মহামান্য ন'আনির প্রাক্তন জমিদারনি।

তোমার কথা শুনে আমারতো খুবই লজ্জা লাগছে।

আর আপনি খুব কাশছিলেন তো, এই নিয়েও বড় আপু অনেক মজা করেছে— বলছে খাতাউর সাহেবের যক্ষা আছে। যক্ষা হচ্ছে রাজরোগ। সে রাজা মানুষ, তারতো রাজরোগ থাকবেই। আচ্ছা শুনুন, আপনার কাশি কি কমেছে?

হ্যাঁ কমেছে।

আপাকে দেখে ঐ দিন আপনার কেমন লেগেছে?

বেশ সুন্দর।

আপনি তো চোখ তুলে আপার দিকে তাকানই নি। আপার ধারণা আপনি পায়ে স্যান্ডেল পরেছিলেন সেই স্যান্ডেলের ফিতার ডিজাইন নিয়ে গবেষণা করে আপনি পুরো সময় কাটিয়ে দিয়েছেন। আচ্ছা শুনুন, নাশতা দেবার সময় আপা যখন সবাইকে বাদ দিয়ে আপনাকে প্রথম প্লেটটা দিল তখন কি একটা ধাক্কার মতো খেয়েছিলেন?

না।

তাহলে আপার হিসেবে ভুল হয়েছে। আপা আপনাকে চমকে দেবার জন্যে এই কাজটা করেছে। সে মানুষকে চমকাতে খুব পছন্দ করে। এখন বুঝতে পারছি আপা আপনাকে চমকাতে পারে নি।

অন্য সময় হলে অবশ্যই চমকাতাম। ঐ দিন ঘোরের মধ্যে ছিলাম। কিছু বুঝতে পারি নি।

আরেকটা কথা আপনারা যে আপাকে টাকা আর আংটি দিলেন— আপনারা যখনই মেয়ে দেখতে যান পকেটে টাকা আংটি নিয়ে যান? আপার ধারণা আপনারা আগেও অনেক মেয়ে দেখেছেন। প্রতিবারই পকেটে করে টাকা আংটি নিয়ে গেছেন। আপার ধারণাটা কি ঠিক?

হ্যাঁ ঠিক।

আচ্ছা ধরুন, কোনো কারণে বিয়ে হলো না। তখন কি আপনারা টাকা আংটি ফেরত নেবেন?

এমন কথা বলছ কেন?

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

এম্নি বলছি। রাগ করবেন না।

রাগ করছি না। আমি এত সহজে রাগ করি না।

আপনার সঙ্গে যে আমার এত কথা হয়েছে এটাও আপাকে বলবেন না। সে জানলে খুবই রাগ করবে। আপা চট করে রেগে যায়। আপার স্বভাব আপনার উল্টো। আপনি রাগ করেন না। আপা করে। স্কুলে তার নাম ছিল R K.

R K. মানে কী ?

R K. মানে রাগ কুমারী। আপনি কিন্তু আপাকে কিছু বলবেন না।

আমি কখনো তাকে বলব না।

আচ্ছা শুনুন, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। আপা যেমন আপনাকে চমকে দিতে চাচ্ছে আপনিও তাকে চমকে দিন। আমি আপনাকে সময় বলে দিচ্ছি ঠিক দেড়টার সময় আপা কলেজ থেকে বের হয়। কলেজ গেটের সামনে আপনি ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন। আপনাকে দেখে আপার আক্কেলগুড়ুম হয়ে যাবে। আমার ধারণা হাত থেকে বই খাতা ফেলে দেবে।

এই কাজটা আমি করতে পারব না এশা, আমি খুবই লাজুক মানুষ।

তাহলে কী করা যায় বলুন তো ?

তোমাকে কিছু করতে হবে না। থ্যাংক য়্যু।

না, আপনাকে করতে হবে। আমি চাই আপনি আপাকে চমকে দিন। আপার একটা শিক্ষা হোক। আপনাকে কলেজের গেটের সামনে দাঁড়াতে হবে না। একটা কনফেকশনারির দোকান আছে— নাম 'নিরালা'। আপনি দোকানে ঢুকে একটা কোক বা পেপসি খাবেন। আপা সেখানে উপস্থিত হবে।

সে শুধু শুধু সেখানে যাবে কেন ?

যাবে কারণ আমি তাকে বলে দেব ঐ দোকান থেকে আমার জন্যে একটা জিনিস আনতে। পারবেন ?

না, পারব না।

আপনাকে পারতেই হবে। প্লিজ। আগামীকাল দুপুর দেড়টায়। একটা চল্লিশে আপার ক্লাস শেষ হবে। দোকানে আসতে আসতে তার লাগবে দশ মিনিট।

এশা আমি এই কাজটা করতে পারব না।

না পারলে কী আর করা।

আমার অফিস আছে। অফিস কামাই দিয়ে দোকানে বসে কোক খাওয়া!

কোক খাওয়ার জন্যেতো অফিস কামাই দিচ্ছেন না। যে মেয়েটিকে বিয়ে

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

করতে যাচ্ছেন তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে যাচ্ছেন।

বিয়ের পরতো গল্প করবই।

বিয়ের পর গল্প করা আর বিয়ের আগে গল্প করা কি এক ?

এক না ?

না এক না। আকাশ পাতাল তফাত।

তুমি বুঝলে কী করে ? তুমিতো বিয়ে কর নি।

বিয়ে না করলেও বুঝতে পারছি। এইসব ব্যাপারে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি বোঝে। আপনি যাবেন কিন্তু।

ধর আমি গেলাম। তারপর দেখলাম তোমার আপা আসে নি।

আপা যাবে। আমি ব্যবস্থা করে রাখব। আর না গেলে দেখা হবে না।

তুমি দেখি খুবই ইন্টারেস্টিং মেয়ে।

দুলাভাই আপনি যাবেন তো ?

মাই গড এখনি দুলাভাই ডাকছ কেন ?

একদিনতো ডাকতেই হবে, একটু প্র্যাকটিস করে নেই।

আগেভাগে প্র্যাকটিস করতে হবে না। আমার খুবই লজ্জা লাগছে।

লজ্জা লাগলে ডাকব না। আচ্ছা শুনুন, আপনি কাল যাচ্ছেন তো ?

এখনো বলতে পারছি না।

না আপনাকে যেতে হবে। না গেলে আমি খুবই রাগ করব। আমি আপনার একটা মাত্র শালী। আমাকে রাগালে তার ফল শুভ হবে না। টেলিফোন রাখি। অনেকক্ষণ কথা বলে ফেললাম, আপনি বোধহয় আমাকে ফাজিল টাইপ মেয়ে ভাবছেন। দুলাভাই আমি কিন্তু ফাজিল টাইপ না। সরি, আবার দুলাভাই বলে ফেললাম।

শামা টেলিফোন রেখে খানিক্ষণ হাসল। ছোটবোন সেজে টেলিফোন করার এই বুদ্ধিটা হঠাৎ তার মাথায় এসেছে। বুদ্ধিটা যে এমন কাজে লাগবে আগে বুঝতে পারে নি। মানুষটার গলার স্বর সুন্দর। শুনতে ভাল লাগছিল। আরো কিছুক্ষণ কথা বললে হত। আরেক দিন বললেই হবে। প্রথম দিন এত কথা বলা ঠিক না। এশাকে সে ফাজিল মেয়ে ভাববে। এশা মোটেই ফাজিল মেয়ে না।

মুত্তালিব সাহেব বারান্দায় বসেছিলেন। শামা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। মুত্তালিব সাহেব বললেন, কার সঙ্গে কথা বললি ?

শামা হাসল।

মুত্তালিব সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, প্রশ্ন করলে প্রশ্নের জবাব দিবি। হেসে

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

ফেলবি না। এতক্ষণ ধরে কার সঙ্গে কথা বললি ?

বলা যাবে না।

এ দুনিয়াতে নানান ধরনের ব্যাধি আছে। তার একটা হলো টেলিফোন ব্যাধি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেলিফোনে কথা বলা ব্যাধি। এটা ভাল না।

আপনার পায়ের অবস্থা কী ?

আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম তার জবাব কিন্তু এখনো পাই নি।

আসুন আপনাকে হাঁটাই।

তুই তোর কাজে যা। আমাকে হাঁটাতে হবে না।

আমি টেলিফোনে যতক্ষণ কথা বলেছি ঘড়ি ধরে ঠিক ততক্ষণ আপনাকে হাঁটাব। নগদ বিদায়।

শামা মুত্তালিব সাহেবকে টেনে দাঁড় করালো। শামা বলল, আমার কাঁধে হাত রাখুন। আমাকেইতো ধরে আছেন আবার দেয়াল ধরছেন কেন ? ভেরি গুড। একী দু'টা পা এক সঙ্গে ফেলছেন কেন ? আমি ওয়ান টু বলব। ওয়ান হলো ডান পা, টু হলো বাম পা। ওয়ান-টু। ওয়ান-টু। হাঁটি হাঁটি পা পা।

সুলতানা রান্নাঘরে। আবদুর রহমান সাহেব আজ অফিস থেকে ফেরার পথে ইলিশ মাছ কিনে এনেছেন। তাঁর হঠাৎ সর্ষে ইলিশ খেতে ইচ্ছা করছে। কাঁচা বাজার থেকে রাই সরিষা, কাঁচা মরিচ কিনেছেন। দুই কেজি আতপ চালও কিনেছেন। সর্ষে ইলিশ না-কি আতপ চালের ভাত দিয়ে খেতে মজা। ইলিশ সর্ষে রান্না হচ্ছে। এশা খুব আগ্রহ নিয়ে বসে আছে। সুলতানা বললেন, রান্নাঘরে বসে আছিস কেন ?

এশা বলল, রান্না শিখছি। মা, আজ আমি রাঁধব। তুমি আমাকে দেখিয়ে দাও।

সুলতানা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এশার মুখ থেকে অন্ধকার দূর হয়েছে। গত কয়েকদিন চিমসে মেরে ছিল। এখন হাসি খুশি ভাবটা ফিরে এসেছে। তার যে সমস্যা ছিল সেই সমস্যা নিশ্চয়ই দূর হয়েছে। সুলতানার সামান্য মন খারাপ হলো। তাঁর মেয়েগুলির খুবই চাপা স্বভাব। মনের কথা কেউ মা'র সঙ্গে বলে না।

এশা বলল, লবণের অনুমানটা কীভাবে কর মা ? কোনো নিয়ম কি আছে ?

সুলতানা বললেন, পুরোটাই আন্দাজ। মাখানোর পর জিবে নিয়ে লবণ দেখে নিতে হয়।

ওয়াক থু, কাঁচা মাছের রস মুখে দেব ?

পরে পানি দিয়ে কুলি করে মুখ পরিষ্কার করবি।

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

এশা মাছ মাখাচ্ছে। সুলতানা মুগ্ধ হয়ে মেয়ের কাজ দেখছেন। সময় কত দ্রুত পার হচ্ছে। এতটুকু মেয়ে ছিল, দেখতে দেখতে কত বড় হয়ে গেছে! একজনের তো বিয়েই ঠিক হয়ে গেল।

মা দেখতো লবণ কি এতটুক দেব ?

বেশি হয়ে গেছে। আরো কম। একটা ব্যাপার খেয়াল রাখবি। লবণ কম হলে পরে দেয়া যায়। বেশি হলে কিন্তু কমানো যায় না।

বেশি হলে পানি দিয়ে ঝোল বাড়িয়ে দেব।

সর্ষে বাটায় পানি দিবি কীভাবে ?

তাওতো কথা।

সুলতানা আগ্রহের সঙ্গে বললেন, কাঁচা মরিচের একটা ব্যাপার তোকে শিখিয়ে দেই। কাঁচা মরিচ আস্ত দিলে মরিচের ঘ্রাণটা তরকারিতে যায়। তরকারি ঝাল হয় না। আর যদি মাঝখান দিয়ে কেটে দিস তাহলে মরিচের ঘ্রাণও যায় তরকারি ঝালও হয়।

আমরা কী করব মা ? ঝাল করব, না মরিচের গন্ধওয়ালা তরকারি করব ?

তুই রান্না করছিস, তুই ঠিক কর।

এশাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। সে কী করবে বুঝতে পারছে না। সে ভুরু কুঁচকে আছে। এশা বলল, মা আমার খুব আশ্চর্য লাগছে।

কেন ?

সামান্য রান্না, তার মধ্যে ডিসিশান নেয়ার ব্যাপার আছে। আমাকে চিন্তা করতে হচ্ছে কী করব। ঝাল তরকারি করব, না-কি মরিচের ঘ্রাণওয়ালা তরকারি করব। মা, আমি তো খুবই চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছি।

সুলতানা তার চিন্তাগ্রস্ত মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। তার খুবই মজা লাগছে।

এশা বলল, মা তুমি যদি এখন বারান্দায় যাও তাহলে খুব মজার একটা দৃশ্য দেখবে।

কী দৃশ্য দেখব ?

আপা বাড়িওয়ালা চাচাকে হাঁটা শেখাচ্ছে। ধরে ধরে হাঁটাচ্ছে। আর মুখে মুখে বলছে হাঁটি হাঁটি পা পা। আপা খুবই মজা পাচ্ছে। বারান্দার এক মাথা থেকে আরেক মাথায় যাচ্ছে।

সুলতানা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, মুত্তালিব সাহেব বেচারা পা নিয়ে ভাল সমস্যায় পড়েছেন। কী অদ্ভুত রোগ— হাঁটু বাঁকে না!

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

এশা বলল, মা তোমাকে একটা কথা বলব ? তুমি কিন্তু রাগ করতে পারবে না। যদি প্রমিজ কর রাগ করবে না, তাহলেই কথাটা বলব।

রাগ করার মতো কথা ?

হুঁ। আমার কথা শুনে তোমার হয়ত মনে হবে আমার মন ছোট বলে এ ধরনের কথা বলছি।

কথাটা কী ?

বাড়িওয়ালা চাচার সঙ্গে আপার এত মেশা ঠিক না। মেশামেশি বেশি হচ্ছে।

সুলতানা বিস্মিত হয়ে বললেন, এইসব কী বলছিস! উনি শামাকে নিজের মেয়ের মতো দেখেন। মা ডাকেন।

এশা বলল, মা ডাকলেও ঠিক না।

ঠিক না কেন ?

আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না মা। আমার কাছে মনে হচ্ছে ঠিক না। মুত্তালিব চাচা আপাকে খুব পছন্দ করেন আবার আপাও উনাকে খুব পছন্দ করেন। তুমি কি লক্ষ করেছ দিনের মধ্যে একবার দোতলায় না গেলে আপা থাকতে পারে না ?

ও যায় টেলিফোন করতে।

টেলিফোন করতে যাওয়াটা আপার একটা অজুহাত।

তুই বেশি বেশি বোঝার চেষ্টা করছিস এশা। এত বেশি বোঝা কিন্তু ঠিক না। কিছু কিছু মানুষ আছে ভালর মধ্যে মন্দ খুঁজে। তুইও তাদের মতো হয়ে গেলি ?

তুমি রেগে যাচ্ছ মা। কথা ছিল তুমি রাগবে না।

আমি রাগি নি। তোর কথা শুনে বিরক্ত হচ্ছি। মানুষের সম্পর্ক এত ছোট করে দেখতে নেই।

এশা চুলায় হাঁড়ি বসাতে বসাতে বলল, মা শোন, একবার মুত্তালিব চাচার টেলিফোন নষ্ট ছিল। প্রায় এক মাস নষ্ট ছিল। এই একমাসও কিন্তু বড় আপা প্রতিদিন একবার করে দোতলায় গেছে।

তাতে কী হয়েছে ?

কিছু হয় নি এম্নি বললাম। তুমি যে বললে আপা টেলিফোন করতে যায় এটা যে ঠিক না তা বোঝানোর জন্যে বললাম। তুমি রেগে যাচ্ছ বলে গুছিয়ে তোমাকে কিছু বলতে পারছি না। মা শোন, আপা যখন শুনবে আজ বাসায় সর্ষে ইলিশ রান্না হচ্ছে সে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়বে মুত্তালিব চাচার জন্যে তরকারি পাঠাতে।

এতে দোষের কী আছে ? উনি শামাকে নিজের মেয়ের মতো দেখেন। মেয়ে

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

কি বাবার জন্যে তরকারি নিয়ে যাবে না ? এক টুকরা মাছ মানুষটার জন্যে নিয়ে গেলে সেটা দোষের হয়ে যাবে ?

এশা বলল, মা সরি। এই প্রসঙ্গটা তোলা ঠিক হয় নি। তোমার মুখ থেকে রাগ রাগ ভাবটা দূর করে সহজভাবে তাকাও। আমার মন আসলেই ছোট। কী আর করা। মা, চা খাবে ?

না।

চা খাও। আমি তোমাকে চা বানিয়ে খাওয়াচ্ছি। চা বানানোটা আমি ভাল শিখেছি মা। বানাই ? প্লীজ।

বললামতো না।

তোমার সঙ্গে আমার চা খেতে ইচ্ছা করছে মা। কঠিন মুখে না বলবে না। আমিতো স্বীকার করেছি আমার মন ছোট। তারপরেও রাগ করে থাকাটা কি ঠিক ?

এশা খালি চুলায় চায়ের কেতলি বসাল। শামা এসে উপস্থিত হলো। খুশি খুশি গলায় বলল, চা হচ্ছে না-কি রে ? আমিও চা খাব। আজ কি তুই রান্না করছিস ?

হুঁ।

কী রান্না ?

সর্ষে ইলিশ।

ইলিশ মাছে ডিম ছিল ?

ছিল।

ডিমটা আলাদা করে রাখবি। মুত্তালিব চাচা ইলিশ মাছের ডিম পছন্দ করেন। ডিমটা আমি উনাকে দিয়ে আসব।

আচ্ছা।

সুলতানা এশার দিকে তাকিয়ে আছেন। এশা একবারও মা'র দিকে তাকাল না। সে নিজের মনে চা বানাচ্ছে। শামা বলল, মা শোন, চাচাকে একসারসাইজ করিয়ে এসেছি। আমার কী মনে হয় জান মা ? আমার মনে হয় একসারসাইজের চেয়েও উনার যেটা বেশি দরকার সেটা হচ্ছে সেঁক। কাল থেকে একসারসাইজও করাব, সেঁকও দেব।

তুইতো ডাক্তার না। তুই এসবের জানিস কী ?

শামা চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বলল, ছোটখাট ব্যাপার জানার জন্যে ডাক্তার হওয়া লাগে না মা।

এশা বলল, আপা তুমি কী আতাউর ভাইকে টেলিফোন করছিলে ?

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

শামা বলল, না। আমার এত গরজ নেই।

বাবা শখ করে টেলিফোন নাম্বার এনেছেন। একবার টেলিফোন কর।

শামা হালকা গলায় বলল, বাবার শখ থাকলে বাবা করুক। আমার শখ নেই।

সুলতানা নিজের চায়ের কাপ নিয়ে উঠে গেলেন। এশার কথাগুলি শোনার পর থেকে তার ভাল লাগছে না। মনের মধ্যে কী যেন খচখচ করছে। অদৃশ্য কোনো কাঁটা বিধে আছে।

শোবার ঘর অন্ধকার করে আবদুর রহমান শুয়ে আছেন। শুয়ে থাকার ভঙ্গিটা কেমন যেন অস্বাভাবিক। লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। পায়ের বুড়ো আঙুল এবং নাক এক লাইনে। সুলতানা ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালালেন। উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, কী হয়েছে শরীর খারাপ না-কি ?

আবদুর রহমান উঠে বসতে বসতে বললেন, মাথাটা কেমন যেন ঘুরছে। মুখের ভেতরটা টক টক লাগছে।

জ্বর আসে নি তো ?

না।

চা খাবে ? নাও চা খাও, রান্নার দেরি হবে।

অসুবিধা নেই, হোক দেরি।

আজ এশা রান্না করছে।

ও রান্না জানে ?

জানে না, শিখবে। তোমার বড় মেয়ের রান্নাবান্নায় আগ্রহ নেই। এশার আছে।

দুই মেয়েকেই শিখিয়ে দাও। আজকালকার মেয়েরা সব শিখতে রাজি, শুধু রান্না শিখতে রাজি না। রান্না শেখাটা খুব দরকার।

আমার মেয়েরা আজকালকার মেয়ের মতো না।

আবদুর রহমান চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, আজ প্রভিডেন্ট ফান্ডের খোঁজ নিয়েছি। এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার মতো আছে। এতে তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারবে না ?

সব টাকা এক মেয়ের পেছনে খরচ করে ফেলবে ? তোমার তো আরো একটা মেয়ে আছে।

প্রথম বিয়ে একটু ধুমধাম করে দেই। আমি ঠিক করেছি বিয়ের পর মেয়ে জামাইকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাব। পালকির ব্যবস্থা করব। পালকি করে জামাই-বৌ যাবে। গ্রামের মানুষ ভিড় করবে।

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

পালকি পাবে কোথায় ? দেশে কি পালকি আছে ?

আমাদের এদিকে আছে। গ্রামের বাড়িটাও এই উপলক্ষে ঠিক করতে হবে। গ্রামের মানুষরা তো আর দলবেঁধে বিয়েতে আসতে পারবে না। একটা গরু জবহ করে ওদের খাইয়ে দেব।

তার কি দরকার আছে ?

আছে। দরকার আছে। সুলতানা শোন, এর মধ্যে আতাউরকে বলি একবেলা এসে আমাদের সঙ্গে খেয়ে যাক।

বল।

অফিস থেকে ফেরার সময় ওকে নিয়ে আসব। রাতে খেয়ে দেয়ে যাবে। গল্প-গুজব করবে। আমিতো আর গল্প করতে পারি না। তোমরা করবে।

আচ্ছা।

তোমার কিছু স্পেশাল রান্না যে আছে সেগুলি কর। শাশুড়ির হাতের রান্না খেয়ে বুঝুক রান্না কাকে বলে! কলার থোর বেটে তুমি যে জিনিসটা কর ওটা করবে। আর মাছের টকও রাঁধবে। নেত্রকোনার ছেলেতো শুঁটকি পছন্দ করবে। বেগুন দিয়ে শুঁটকি করবে।

আবদুর রহমান চায়ের কাপ নামিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। সুলতানা বললেন, কী হয়েছে ?

বমি আসছে।

বলতে বলতেই তিনি ঘর ভাসিয়ে বমি করলেন।

মন্টু সাউন্ড কমিয়ে দিয়ে টিভিতে এক্স ফাইল দেখছে। টিভির এই প্রোগ্রামটি তার খুব পছন্দের। সপ্তাহে একদিন মাত্র দেখায়। আজ না দেখতে পেলে আরো এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে। বাড়িতে একজন অসুস্থ মানুষ আছে। মানুষটা অনেকবার বমি করে এখন শুয়ে আছে। তাঁর ঘর অন্ধকার। মা তাঁর মাথার চুলে ইলিবিলি করে দিচ্ছে। আর সে কি-না টিভি দেখছে! কাজটা খুবই অন্যায়। মন্টুর নিজের কাছেই খারাপ লাগছে কিন্তু সে টিভি বন্ধ করতে পারছে না। সে অবশ্য তার দায়িত্ব ঠিকই পালন করেছে। ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসেছে। ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন নিয়ে ওষুধ নিয়ে এসেছে। তারপরেও টিভি দেখাটা ঠিক হচ্ছে না। বড় আপা তাকে একবার দেখে গেছে। বড় আপা কিছু বলে নি। বড় আপা যদি বলত— এই টিভি বন্ধ কর— সে বন্ধ করে দিত। বাবার ঘরের দরজা বন্ধ। টিভির সাউন্ড সে ঘরে যাচ্ছে না। তাছাড়া সে সাউন্ড কমিয়ে রেখেছে। নিজেই কিছু শুনতে পাচ্ছে না। বাবার শুনতে পাবার কোনো কারণ নেই।

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

মন্টু টিভি দেখে স্বস্তি পাচ্ছে না। বারবার চমকে চমকে উঠছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি বাবা বের হয়ে আসবেন! বের হয়ে তিনি কিছুক্ষণ তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলবেন— আমি মারা যাচ্ছি আর তুই টিভি দেখছিস! টিভিটা এতই জরুরি। দেখতেই হবে? বাবা অবশ্যি মারা যাচ্ছে না। দু'তিনবার বমি করলে কেউ মারা যায় না। ডাক্তার সাহেব বলেছেন, আজেবাজে খাবার খেয়ে পেট গরম হয়েছে। তিনি ওরস্যালাইন খেতে দিয়েছেন। আর ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন।

খট করে শব্দ হলো। বাবার ঘরের দরজা খুলছে। মন্টু টিভির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টিভি বন্ধ করল। সুলতানা বের হয়ে এলেন। তিনি সহজ গলায় বললেন, পড়তে যা। টিভির সামনে বসে আছিস কেন? বলেই তিনি মেয়েদের ঘরে ঢুকলেন। মন্টু আবারো টিভি ছাড়ল। এক্স ফাইলে আজকের গল্পটা খুবই জটিল। এক লোকের অস্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। সে তার ইচ্ছাশক্তি দিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু সব সময় পারে না। ইচ্ছা শক্তি খাটাতে হলে তার আশেপাশে গাছ লাগে। টবে বসানো গাছ হলেও হয়। ইচ্ছা শক্তি কাজে লাগানোর পর গাছটা মরে যায়। মন্টু টিভির পর্দার সঙ্গে প্রায় চোখ লাগিয়ে আছে। সাউন্ডটা আরেকটু বাড়াতে পারলে ভাল হত। সেটা ঠিক হবে না।

সুলতানা মেয়েদের ঘরে ঢুকলেন। শামা বলল, বাবা কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

সুলতানা বললেন, হ্যাঁ ঘুমুচ্ছে।

তুমি ভাত খেয়ে নাও।

আমি খাব না। ক্ষিধে নেই।

এশা বলল, মা শোন, খেতে যাও। বাবার শরীর খারাপ করেছে বলে বাবা খাচ্ছে না। তাই বলে তুমিও খাবে না এটা কেমন কথা?

বললাম না ক্ষিধে নেই।

খেতে বসলেই ক্ষিধে হবে। আমি এত আগ্রহ করে রান্না করেছি তুমি খাবে না এটা কেমন কথা!

তোর বাবা শখ করে মাছটা এনেছে। সরিষা বাটা রান্না হবে বলে সরিষা কিনে এনেছে। সে খেতে পারল না, আর আমি খাব এটাই বা কেমন কথা!

এশা ঝগড়ার ভঙ্গিতে বলল, না খেয়ে তুমি কী প্রমাণ করতে চাচ্ছ মা? তুমি কি প্রমাণ করতে চাচ্ছ যে বাবার সঙ্গে তোমার গভীর প্রণয়?

আমি কিছুই প্রমাণ করতে চাচ্ছি না। ক্ষিধে মরে গেছে, খেতে ইচ্ছা করছে না বলে খাব না। তোরা ঘুমুতে যা।

সুলতানা চলে গেলেন। শামা এশার দিকে তাকিয়ে বলল, মা এই কাজগুলো

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

যে করে, মন থেকে করে, না দায়িত্ব থেকে করে ?

এশা বলল, তোমার বিয়ে হোক, তখন তুমি নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর পাবে। শামা বাতি নিভিয়ে বিছানায় গেল। এশা বলল, আমরা আজ এত সকাল সকাল শুয়ে পড়লাম, ঘুমতো আসবে না।

আয় শুয়ে শুয়ে গল্প করি। এশা তুই কি একটা জিনিস লক্ষ করেছিস, বাতি নিভিয়ে গল্প করতে এক রকম লাগে আবার বাতি জ্বালিয়ে গল্প করতে অন্য রকম লাগে ? একই গল্প শুধুমাত্র বাতি জ্বালানো নিভানোর কারণে দু'রকম হয়ে যায় ?

এশা বলল, মুত্তালিব চাচার কি ইলিশ মাছের ডিম পছন্দ হয়েছিল ?

শামা বলল, খুব পছন্দ হয়েছে। চেটেপুটে খেয়েছেন। তুই রান্না করেছিস শুনে বলল তোকে একটা মেডেল দেবে। রুপার মেডেল। মেডেলে লেখা থাকবে— দ্রৌপদী পদক।

দ্রৌপদী কি খুব ভাল রাঁধতেন ?

হুঁ।

উনার পাঁচটা স্বামী ছিল না ?

হুঁ।

এশা হাসছে। শামা বলল, হাসছিস কেন ? এশা বলল, বেচারি দ্রৌপদীর কথা ভেবে হাসছি। সে কী বিপদেই না ছিল! পাঁচটা স্বামীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখাতো সহজ কথা না। একটা স্বামীকেই ভুলানো যায় না, আর পাঁচ পাঁচটা স্বামী। কোনো স্বামী হয়ত লাজুক, সে স্ত্রীকে একভাবে চাইবে। আবার কোনো স্বামী নির্লজ্জ, সে চাইবে অন্যভাবে।

শামা বলল, এশা চুপ করতো, তোর মুখে এই ধরনের কথা একেবারেই মানাচ্ছে না।

কেন ? তোমার কাছে কি মনে হয় আমি এখনো ছোট ?

ছোটইতো।

আমি অনেক বড় হয়ে গেছি আপা। যতটা বড় তুমি আমাকে ভাব, আমি তার চেয়েও বড়। তুমি তো এখনো বিয়ে কর নি। আমি কিন্তু বিয়ে করে ফেলেছি।

শামা উঠে বসতে বসতে বলল, তার মানে ?

এশা কিছু বলল না, হাসল। অন্ধকারে তার হাসি শোনা গেল। শামা বলল, এই তুই কি ঠাট্টা করছিস ?

হুঁ।

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

এ রকম ঠাট্টা করবি না। তুই যেভাবে বললি— আমার মনে হলো সত্যি বুঝি কিছু করে ফেলেছিস।

এশা বলল, আমি যা করি খুব চিন্তা ভাবনা করে করি। ইচ্ছা হলো আর হুট করে ঘটনা ঘটিয়ে ফেললাম— আমার বেলায় এ রকম কখনো হবে না। যদি আমি কাউকে কিছু না জানিয়ে গোপনে বিয়ে করি তাহলে বুঝতে হবে এটা ছাড়া আমার হাতে অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না।

তুই কি গোপনে বিয়ে করেছিস ?

না এখনো করি নি, তবে...

তবে আবার কী ?

বিয়ে করব।

ছেলেটা কে ?

এশা হাসল। শামা কঠিন গলায় বলল, হাসি বন্ধ করে বলতো ছেলেটা কে ?

তুমি চিনবে না। খুবই আজেবাজে টাইপের ছেলে।

আজেবাজে টাইপ ছেলের সঙ্গে তোর পরিচয় হলো কীভাবে ?

যেভাবেই হোক, হয়েছে।

ছেলে করে কী ?

কিছু করলেতো বলতাম না আজেবাজে টাইপ ছেলে। কিছুই করে না। মানুষের কাছ থেকে চাঁদা তোলে।

তার মানে ?

রবীন্দ্র জয়ন্তী করবে তার জন্য চাঁদা তুলবে, নজরুল দিবস করবে তার জন্য চাঁদা তুলবে, পাড়ায় ক্রিকেট খেলার চাঁদা, দুঃস্থজনগণের জন্য চাঁদা। এপাড়ার মানুষদের মাসের মধ্যে দু'তিনবার তাকে চাঁদা দিতে হয়। যে চাঁদা দেয় সে হাসি মুখে দেয়, সেও হাসি মুখেই চাঁদা নেয়। চাঁদা তোলা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সে একজন ডিরেক্টর। তার ব্যবহারও অত্যন্ত ভাল। অফিস বসদের ব্যবহার সাধারণত ভাল হয় না। তারা খিটখিটে স্বভাবের হয়। ইনি সে রকম না।

তুই আমার সঙ্গে ইয়ারকি করছিস নাতো ?

না।

শামা বিছানা থেকে নেমে দরজার দিকে যাচ্ছিল, এশা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, যাচ্ছ কোথায় ?

শামা বলল, বাবাকে ডেকে তুলি। তোর কথাগুলি তাঁকে বলি।

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

এশা বলল, বাবার শরীর ভাল না। ঘুমুচ্ছেন। তাছাড়া বাবাকে তোমার কিছু বলতে হবে না। যা বলার আমিই বলব। তুমি চুপ করে বিছানায় বস।

সুলতানার শোবার ঘর থেকে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। দরজা খোলা হলো। স্বামী স্ত্রী দু'জন এক সঙ্গে বেরুচ্ছেন। সাড়াশব্দ পেয়ে এশা এবং শামা ঘর থেকে বের হয়েছে।

এশা বলল, কী হয়েছে ?

সুলতানা লজ্জা লজ্জা গলায় বললেন, কাণ্ড দেখ না। তোর বাবা এখন বলছে ভাত খাবে। তার না-কি শরীর ভাল লাগছে। ক্ষুধা হচ্ছে।

এশা বলল, তোমরা খাবার টেবিলে বসো। আমি খাবার গরম করে আনছি। আবদুর রহমান মেয়ের দিকে তাকিয়ে সংকুচিত গলায় বললেন, আমার মনে হয় ফুড পয়জনিং হয়েছিল। বমির সঙ্গে পয়জন সবটা বের হয়ে গেছে। এখন শরীর ফ্রেশ লাগছে।

এশা খাবার গরম করছে। শামা দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে। শামা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বোনের দিকে তাকাচ্ছে। তার মুখ থমথম করছে। শামা বলল, ছেলের নাম কী ?

এশা হালকা গলায় বলল, নামেতো আপা কিছু যায় আসে না। ওর নাম সলিম হলেও যা, দবির হলেও তা, আবার খলিলুল্লাহ হলেও ঠিক আছে।

আমি মনে হয় ছেলেটাকে চিনতে পারছি। একদিন কলেজে যাবার জন্যে রিকশা পাচ্ছিলাম না, তখন ফর্সামতো লম্বা একটা ছেলে রিকশা ঠিক করে দিয়ে আমাকে বলল, আপা উঠুন।

রিকশাওয়ালা কি তোমার কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছে ?

ভাড়া নেবে না কেন ?

এশা হালকা গলায় বলল, রিকশাওয়ালা তোমার কাছ থেকে ভাড়া নিলে বুঝতে হবে মাহফুজ না। মাহফুজ রিকশা ঠিক করে দেবে আর রিকশাওয়ালা ভাড়া নেবে এ রকম হতেই পারে না।

ছেলের নাম মাহফুজ ?

হ্যাঁ।

তুই কি সত্যি সত্যি তাকে বিয়ে করেছিস ? আমার গা ছুঁয়ে বলতো। প্লিজ।

এশা বিরক্ত গলায় বলল, টেনশনে তোমার চোখ মুখ শুকিয়ে গেছে। তুমি টেনশন করছ কেন ? টেনশন করব আমি। তোমার এখানে টেনশন করার কিছু নেই।

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

আমি টেনশন করব না ?

না। আমরা যখন এক সঙ্গে ছিলাম তখন একজন আরেকজনের সমস্যা দেখেছি। এক সঙ্গে থাকার সময় শেষ হয়েছে। তোমার একটা জীবন শুরু হতে যাচ্ছে। তুমি তোমারটা দেখবে। আমি দেখব আমারটা।

তোর কী হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে আমি চিন্তা করব না ?

না করবে না। বড় খালা বা ছোট খালা এদের কারোর সঙ্গে কি মা'র যোগ আছে ? যোগ নেই। হঠাৎ হঠাৎ বিয়ে জন্মদিন এইসব উৎসবে তাঁদের দেখা হয়। এই পর্যন্তই। আমাদের অবস্থাও তাই হবে। তুমি তোমার সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আমি আমার সংসার নিয়ে ব্যস্ত হব। কাজেই আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে নিজের জীবনটা কেমন যাবে তা নিয়ে চিন্তা কর।

ইদানীং তুই নিজেকে খুব বুদ্ধিমতী ভাবছিস।

ভাবাভাবির কিছু নেই আপা, আমি বুদ্ধিমতী।

বুদ্ধিমতী কোনো মেয়ে চাঁদাবাজ ছেলের প্রেমে পড়ে ?

হ্যাঁ, পড়ে। 'অতি চালাকের গলায় দড়ি' এই প্রবচনটা জান না ? আমি অতি চালাক বলেই আমার গলায় দড়ি।

পুরো ঘটনাটা কি আমাকে বলবি ?

না। ঘটনা বলে বেড়াতে লাগে না।

আবদুর রহমান সাহেব খেতে বসেছেন। এশা খাবার এগিয়ে দিচ্ছে। তিনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে আদুরে গলায় বললেন, মাছের তরকারিটা অপূর্ব হয়েছে রে মা!

এশা শীতল গলায় বলল, মাছের তরকারি তুমি এখনো মুখে দাও নি বাবা।

আবদুর রহমান বিব্রত গলায় বললেন, মুখে দিতে হবে না। আমি চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি। চেহারা দেখেই ষোলআনার বারোআনা বোঝা যায়।

এশা বলল, চেহারা দেখে কিছুই বোঝা যায় না।

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

শামা এক প্যাকেট বাবলগাম, একটা ইরেজার কিনল। পছন্দের ইরেজার বেছে বের করতে তার সময় লাগল। বাজারে নানান ধরনের ইরেজার এসেছে। পেনসিলের দাগ মুছতে পারুক আর না পারুক দেখতে সুন্দর। শামার বুক সামান্য ধকধক করছে। দোকানিকে দাম দেয়ার পর তাকে অভিনয় করতে হবে। অভিনয়টা ভাল হতে হবে।

আতাউরকে দোকানের এক মাথায় দেখা যাচ্ছে। আতাউরকে দেখে চমকে ওঠার ভান করতে হবে। চমকে উঠে বলতে হবে, আপনি এখানে কী করছেন? কথা বলারও বিপদ আছে, গলার স্বর চিনে ফেলবে না তো? ভুরু কুঁচকে ভাববে নাতো— টেলিফোনে যে কথা বলছিল তার সঙ্গে এই মেয়েটার গলার স্বরের এত মিল কেন? না, তা ভাববে না। টেলিফোনে মানুষের গলার স্বর অন্যরকম শোনায়। তাছাড়া দু'বোনের গলার স্বরে মিল থাকতেই পারে। শামার বান্ধবী তৃণা এবং তার মা'র গলার স্বর অবিকল এক রকম। এই নিয়ে কত ঝামেলা হয়েছে। সাগর ভাই তৃণাদের বাসায় টেলিফোন করেছেন। টেলিফোন ধরেছেন তৃণার মা। তিনি হ্যালো বলতেই সাগর ভাই বললেন, জানগো তুমি কেমন আছো? তোমার রাগ কি কমেছে? তৃণার মা শান্ত গলায় বললেন, তুমি কাকে চাচ্ছ? তৃণাকে? ও টয়লেটে আছে। আমি তৃণার মা।

বাবলগাম এবং ইরেজারের দাম দেয়া হয়েছে, এখন শামা চলে যেতে পারে। একটা ব্যাপারে সে মন ঠিক করতে পারছে না। আতাউরকে দেখতে পায় নি এমন ভান করে সেকি বের হয়ে যাবে? না-কি হঠাৎ দেখতে পেয়ে অবাক হবে? দেখতে না পাওয়ার অভিনয়টাই সহজ হবে। মাথা নিচু করে দোকান থেকে বের হয়ে যাওয়া— এর একটা সমস্যা আছে। আতাউর যেমন লাজুক সে হয়ত চোখই তুলবে না। নিজ থেকে এগিয়ে এসে কিছু বলবে না। চিন্তা করার জন্যে আরেকটু সময় দরকার। আরো কিছু কিনলে হয়। দাম কুড়ি টাকার মধ্যে হতে হবে। তার সঙ্গে ত্রিশ টাকা আছে। এই ত্রিশ টাকা থেকে রিকশা ভাড়াও দিতে হবে। শামা একটা নেইল পলিশ রিমুভার কিনল। বোতলের মুখ খুলে নিজের নখে খানিকটা লাগাল। এই কাজগুলি করতে গিয়ে সময় পাওয়া যাচ্ছে। মিস্টার খাতাউরকে লক্ষ করতে পারছে। খুবই বিপজ্জনক পরিস্থিতি। দু'জন দু'জনকে আড়চোখে লক্ষ

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

করতে করতে এক সময় চোখাচোখি হয়ে যাবে। তখন শামাকে কিছু বলতেই হবে। শামার প্রথম কথাটা কী হবে— আরে আপনি ? না-কি সে বিনীত ভঙ্গিতে সালাম দেবে ? সালামটাতো মনে হয় দেয়া উচিত।

শামা তুমি এখানে ?

শামা এতই চমকে গেল যে তার হাত লেগে নেইল পলিশ রিমুভারের বোতল টেবিলে কাত হয়ে পড়ে গেল। শামা বোতল তুলতে তুলতে বলল, স্লামালিকুম।

তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ ?

জি।

এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে দোকানে ঢুকেছিলাম। হঠাৎ দেখি তুমি!

শামা মনে মনে বলল, খাতাউর সাহেব আপনিতো মিথ্যা খুব ভালই বলছেন। বেছে বেছে শার্টটাও সুন্দর পরেছেন। কেউ নিশ্চয়ই বলেছে এই শার্টে আপনাকে ভাল মানায়। ঐ দিন আপনার চেহারা ভালমতো দেখতে পাই নি। আজ দেখতে পাচ্ছি। চেহারা খারাপ না। থুতনিতে কাটা দাগ কেন ? ছোটবেলায় পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছিলেন ? কীভাবে ব্যথা পেলেন সেই গল্পটা এক সময় শুনব। কী জন্যে শুনব জানতে চান ? শুনব কারণ আপনি গল্প কেমন বলতে পারেন সেটা জানার জন্যে। বেশির ভাগ মানুষই গল্প বলতে পারে না। যেমন আমার বাবা। বাবা যেহেতু আপনাকে পছন্দ করেন কাজেই ধরে নিতে পারি আপনিও বাবার মতো গল্প বলতে পারেন না।

শামা দোকান থেকে বের হলো। তার পেছনে পেছনে বের হলো আতাউর। শামা বলল, আজ আপনার অফিস নেই ?

আতাউর বলল, অফিস আছে। আমি ছুটি নিয়েছি।

ছুটি নিয়েছেন কেন ?

শরীরটা ভাল না। ভাবলাম ঘরে শুয়ে থেকে বিশ্রাম করব।

কই আপনিতো ঘরে শুয়ে নেই। দোকানে দোকানে ঘুরছেন।

আতাউর বিব্রত ভঙ্গিতে কাশল। শামা বলল, আপনি সিগারেট ধরাচ্ছেন নাতো। সিগারেট ধরান।

আতাউর বলল, আমি সিগারেট খাই না।

একটু আগে যে বললেন, সিগারেট কেনার জন্যে দোকানে ঢুকেছেন ?

আমার জন্যে না। আমার বোনের হ্যাসবেন্ডের জন্যে। দুলাভাই খুব সিগারেট খান। কেউ তাকে সিগারেট উপহার দিলে তিনি খুব খুশি হন। আমি মাঝে মাঝে তাঁকে সিগারেট দেই।

ও আচ্ছা।

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

শামা এখন কী করবে বুঝতে পারছে না। রিকশা ঠিক করে বাসার দিকে রওনা হবে ? নাকি ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আরো কিছুক্ষণ গল্প করবে ?

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গল্প করা যায় না। গল্প করতে হয় হাঁটতে হাঁটতে। কিংবা কোথাও বসতে হয়। ন'আনির জমিদার মিস্টার আতাউর কি এই সহজ সত্যটা জানে ? মনে হয় জানে না।

আতাউর বলল, এশা কেমন আছে ?

শামা বলল, ভাল আছে। হঠাৎ এশার কথা জানতে চাইছেন কেন ?

এম্নি। কোনো কারণ নেই।

ওকেতো আপনি দেখেনও নি।

দেখেছি। একবার জানালা দিয়ে তাকিয়েছিল। তুমি কি এখন বাসায় চলে যাবে ?

জি।

দাঁড়াও রিকশা ঠিক করে দেই।

রিকশা ঠিক করতে হবে না। আমিই রিকশা ঠিক করতে পারব।

আতাউর খুবই অস্বস্তির সঙ্গে বলল, শামা তুমি কি আমার সঙ্গে এক কাপ চা খাবে ?

কোথায় চা খাবেন ?

কোনো রেস্টুরেন্টে বসে বা ধর...

শামা তাকিয়ে আছে। আতাউর তার কথা শেষ করতে পারল না। অসহায় ভঙ্গিতে তাকাল। শামা বলল, দুপুরবেলা কি চা খাবার সময় ?

না তা না। মানে... আচ্ছা ঠিক আছে, রিকশা করে দেই।

শামা বলল, আপনার যদি খুব চা খেতে ইচ্ছা করে তাহলে আমার সঙ্গে বাসায় চলুন। আপনাকে চা বানিয়ে খাওয়াব।

আতাউর এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন প্রস্তাবটা তার মনে ধরেছে। শামা ভেবেই পাচ্ছে না জমিদার খাতাউর সাহেব বোকা না-কি! যদি সত্যি সত্যি মানুষটা বলে, 'চল যাই' তাহলে বুঝতে হবে মানুষটা বোকা। মেয়েদের সবচে' বড় অভিশাপ হলো— বোকা স্বামীর সঙ্গে সংসার যাপন। বোকা স্বামীরা স্ত্রীকে টেবিল ভাবে। ঘরের এক কোণায় টেবিলটা পড়ে থাকবে। চেয়ারের তাও নড়াচড়ার সুযোগ আছে। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেয়া হয়। টেবিলের সে সুযোগও নেই।

শামা বলল, আপনার চিন্তা শেষ হয়েছে ? কী ঠিক করলেন ?

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

তোমাদের বাসায় কেউ কিছু মনে করবে নাতো ?

মনেতো করবেই। কী মনে করে সেটা হলো কথা।

এশা কি বাসায় আছে ?

জানি না।

আতাউর অস্বস্তির সঙ্গে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে।

শামা বলল, আপনি দ্রুত মন ঠিক করুন। এতক্ষণ রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে কথা বলা যায় না। দেখুন না সবাই তাকাচ্ছে আমাদের দিকে।

তুমি কি যেতে বলছ ?

আমি কিছুই বলছি না। যা বলার আপনিই বলছেন।

চল যাই।

দু'টা রিকশা ঠিক করুন। একটায় আমি যাব, পেছনে পেছনে আপনি যাবেন।

তোমার মা কিছু মনে করবেন নাতো ?

শামা জবাব দিল না। তার খুবই বিরক্তি লাগছে।

বাইরের বারান্দার কাঠের চেয়ারে আতাউরকে বসিয়ে শামা ঘরে ঢুকল। আশ্চর্য ব্যাপার বাসা খালি! সুলতানা তাঁর ঘরে দরজা ভেজিয়ে শুয়ে আছেন। এশা নেই, মন্টু নেই। কাজের মেয়েটা বাথরুমে কাপড় ধুচ্ছে। সদর দরজাও খোলা। যে কেউ দরজা খুলে টিভি ভিসিআর নিয়ে চলে যেতে পারত।

সুলতানা মেয়েকে দেখে উঠে বসলেন। শামা বলল, মা শরীর খারাপ ?

সুলতানা বললেন, সামান্য গা গরম।

তোমাকে বিছানা থেকে নামতে হবে না। শুয়ে থাক। এশা কোথায় ? মন্টু কোথায় ?

মন্টু কোচিং সেন্টারে। সন্ধ্যাবেলায় আসবে। এশা কখন আসবে কিছু বলে যায় নি।

দুপুরের খাবার কী ?

ডাটা দিয়ে চিংড়ি মাছ।

আর কিছু নেই ?

না। ডাটা দিয়ে চিংড়ি মাছতো তোর পছন্দ।

ভাজা ভুজি কিছু কর নি ?

না। ডাল আছে।

ঘরে কি বেগুন আছে মা ?

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

বেগুন আছে। বেগুন ভাজা খাবি ?

হুঁ। তোমাকে বেগুন ভাজতে হবে না। কাজের মেয়েটাকে বলে দাও। আর একটু আলু ভাজিও করতে বল। দুপুরে একজন গেস্ট খাবে।

কে ?

শামা জবাব না দিয়ে হাসল। সুলতানা গেস্টের ব্যাপারটায় গুরুত্ব দিলেন না। শামার বান্ধবীদের কেউ কেউ হঠাৎ এসে পড়ে বলে— ভাত খাব। তেমনই কেউ হবে। সুলতানা বললেন, আগে খবর দিয়ে রাখলেতো গোশত রান্না করতাম।

শামা বলল, আমার এক হাজার টাকা তুমি আজ আমাকে দেবে। দুপুরে খাবার পর আমি উপহার কিনতে যাব। ভয় নেই একা যাব না, দুপুরে যে গেস্ট আমার সঙ্গে খাচ্ছে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। আর বাসায় ফিরব না। বিয়ে বাড়িতে চলে যাব। সারা রাত থেকে পরদিন ফিরব।

আজ রাতেই বিয়ে ?

হ্যাঁ। আজ ১৭ তারিখ না ? কোনো সমস্যা নেই মা। বাবার কাছ থেকে পারমিশন নেয়া আছে।

উপহার কিনেই বিয়ে বাড়িতে যাবার কোনো দরকার নেই। বাসায় ফিরবি, তোর বাবাকে বলে তারপর যাবি। তোর বাবা তোকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

আমাকে বাসায় ফিরতেই হবে ?

অবশ্যই। তোর বাবার সঙ্গে দেখা না করে গেলে সে কী হৈচৈটা করবে বুঝতে পারছিস না ? বিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হবে। তুই তোর বাবাকে চিনিস না ?

আমার ধারণা বিকেলে না ফিরলে বাবা খুশিই হবেন। যাই হোক, মা তুমি কাজের মেয়েটাকে ইন্সট্রাকসন দিয়ে দাও। দেখি তোমার জ্বরের অবস্থা। জ্বর আছে। তুমি শুয়ে থাক। বিছানা থেকে নামবে না।

আতাউর চুপচাপ বারান্দায় বসে আছে। এ বাড়িতে হঠাৎ এসে সে যতটা অস্বস্তি বোধ করবে বলে ভেবেছিল ততটা অস্বস্তি বোধ করছে না। বরং ভাল লাগছে। এ বাড়ির বারান্দাটা সুন্দর। বাড়ির সামনে অনেক গাছপালা থাকায় রাস্তা থেকে কিছু দেখা যায় না। সে বসে আছে বাইরের বারান্দায় অথচ তার কাছে মনে হচ্ছে সে বাড়ির ভেতরেই বসে আছে। তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, সে সবাইকে দেখছে। শামা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আতাউর সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। শামা বলল, আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন কেন ?

আতাউর বলল, বুঝতে পারছি না কেন। মনে হয় অভ্যাস বলে।

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

শামা বলল, এখন বাজে প্রায় দু'টা। চা না খেলে হয় না ?

হয়। আমার চায়ের তেমন অভ্যাসও নেই। এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি দাও।

আমাদের বাসায় ফ্রিজ নেই। বাড়িওয়ালা চাচার বাসায় আছে। আমি ঠাণ্ডা পানি এনে দিচ্ছি। আপনি খেয়ে চুপচাপ আধঘণ্টার মতো বসে থাকতে পারবেন ?

হ্যাঁ পারব। শোন ঠাণ্ডা পানি লাগবে না। নরম্যাল পানি দিলেই হবে।

আপনি আধঘণ্টা বসে থাকবেন। আধঘণ্টার মধ্যে আমি গোসল সারব। তারপর আপনি আমার সঙ্গে ভাত খাবেন।

না না ভাত খাবার দরকার নেই।

দুপুরবেলা আপনি এসেছেন, আর আমি আপনাকে ভাত না খাইয়ে ছেড়ে দেব ? অসম্ভব। আপনি আমার সঙ্গে ভাত খাবেন তারপর আমি আপনাকে নিয়ে বের হব।

কোথায় যাবে ?

আমার এক বান্ধবীর আজ বিয়ে। তার জন্যে গিফট কিনব। আপনি সঙ্গে থাকবেন। তারপর আপনি আমাকে ঐ বান্ধবীর বাসায় পৌঁছে দেবেন। বান্ধবীর বাড়ি উত্তরায়। পারবেন না ?

পারব।

আমার কাণ্ডকারখানা কি আপনার কাছে খুব অস্বাভাবিক লাগছে ?

না।

মা এখনো জানে না যে আপনি এসেছেন। মা'কে আমি এখনো কিছু জানাই নি। আপনাকে যখন খাবার জন্যে ভেতরে ডাকব তখনি মা প্রথম দেখবে এবং বিরাট একটা ধাক্কার মতো খাবে। তাঁর মনও খুব খারাপ হবে।

মন খারাপ হবে কেন ?

মন খারাপ হবে কারণ আজ দুপুরে খাবার আয়োজন খুব খারাপ। মা আপনাকে দেখে কি চমকানিটাই না চমকাবে! এটা ভেবেই আমার ভাল লাগছে।

তুমি মানুষকে চমকে দিয়ে মজা পাও ?

হ্যাঁ খুব মজা পাই। পত্রিকা দেব ? বসে বসে পত্রিকা পড়বেন ?

কিচ্ছু দিতে হবে না। তুমি গোসল করে আস।

এর মধ্যে যদি এশা চলে আসে তাহলে এশাকে অবশ্যি বলবেন আপনার কথা যেন মা'কে কিছু না বলে। বলতে পারবেন না ?

পারব।

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

বাথরুমে ঢোকার মুখে সুলতানা মেয়েকে ধরলেন। বিস্মিত গলায় বললেন, তুই কার সঙ্গে কথা বলছিলি ?

শামা সহজ গলায় বলল, আমিতো আগেই বলেছি। আমার গেস্ট। দুপুরে খাবে।

পুরুষ মানুষ তোর গেস্ট মানে ?

পুরুষ মানুষ আমার গেস্ট হতে পারে না ?

সুলতানা চাপা গলায় বললেন, হাসবি না শামা। রঙ্গ রসিকতাও করবি না। এই ছেলে কে ?

আমার পরিচিত।

কোন সাহসে তুই তাকে নিয়ে বাসায় উপস্থিত হলি ? তোর মাথায় বুদ্ধি শুদ্ধি নেই ? এক্ষুণি চলে যেতে বল।

ভদ্রলোক দুপুরে খাবেন বলে বসে আছেন। এখন কী করে তাকে চলে যেতে বলি ? তোমার যদি এতই অসহ্য লাগে তুমি চলে যেতে বল।

আমি বলব কেন ? তুই দাওয়াত করে এনেছিস তুই বলবি।

আচ্ছা যাও আমিই বলব। গোসল সেরে নেই তারপর বলি।

বলে এসে তারপর বাথরুমে ঢুকবি। তোর সাহস দেখে আমি হতভম্ব। তুই একে নিয়ে বিয়ে বাড়িতে যাওয়ার ফন্দি করেছিস। এত ফন্দি ফিকির কার কাছ থেকে শিখেছিস ?

শামা মা'কে সরিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। সুলতানা বাথরুমের দরজার সামনে থেকে নড়লেন না। ক্রমাগত গজরাতে থাকলেন। শামার খুব মজা লাগছে। হঠাৎ তার মনে হলো সে তার দীর্ঘ জীবনে এত আনন্দ পায় নি। এ রকম মনে হবার কারণ কী। এই ছেলের সঙ্গে তার পরিচয় নেই। প্রেম নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা গুজগুজ করে গল্প করে নি। লম্বা লম্বা চিঠি চালাচালি করে নি। অথচ এখন এই মুহূর্তে তার কথা ভাবতে ভাল লাগছে। শুধু যে ভাল লাগছে তা না— বুকের মধ্যে ব্যথা ব্যথা লাগছে। এটাই কি প্রেম ? হঠাৎ শামার চোখে পানি এসে গেল। চোখে পানি আসার অর্থইবা কী ?

বাথরুমের দরজায় ধাক্কা পড়ছে। সুলতানা দরজা ধাক্কাচ্ছেন। শামা বলল, কী হলো মা ? তুমি দেখি দরজা ভেঙে ফেলার জোগাড় করছ!

সুলতানা ফিসফিস করে বললেন, বারান্দায় আতাউর বসে আছে না ?

হ্যাঁ। ফিসফিস করছ কেন ? ফিসফিসানির কোনো কারণ ঘটে নি।

তুই এই নাটকটা কেন করলি ? কেন আমাকে বললি না আতাউর এসেছে ?

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

মা প্লিজ ফিসফিস করবে না তো। মনে হচ্ছে তুমি কথা বলছ না। হাঁস কথা বলছে।

ঘরে খাবারের আয়োজন এত খারাপ। তুই এটা কী করলি বলতো মা ?

আমি কিছুই করি নি। তোমার কি ধারণা আমি দাওয়াত করে নিয়ে এসেছি ? ভদ্রলোক নিজেই এসেছেন। মা শোনো, তুমি কি দয়া করে জমিদার সাহেবকে এক গ্লাস পানি খাওয়াবার ব্যবস্থা করবে ? আমার কাছে ঠাণ্ডা পানি চেয়েছেন, আমি ভুলে গেছি।

কী সর্বনাশের কথা, তুই ভুললি কী করে! না জানি কী মনে করছে।

কিছুই মনে করছে না মা। তুমি মুত্তালিব চাচার ফ্রিজ থেকে এক বোতল পানি আনাও তারপর ন'আনির জমিদারকে এক গ্লাস পানি পাঠাও। আর শোন মা, বাথরুমের সামনে থেকে সর। আমি লক্ষ করেছি আমি বাথরুমে ঢুকলেই তোমার একশ একটা গল্প করার নেশা চাপে।

চট করে একটু পোলাও করে ফেলব ?

পোলাও কী দিয়ে খাবে। বেগুন ভাজা দিয়ে ?

ঘরে ডিম আছে। ডিমের কোরমা করি ?

তোমার যা ইচ্ছা কর। এখন দয়া করে বাথরুমের সামনে থেকে সর। আমার খুবই বিরক্তি লাগছে।

শামা গায়ে পানি ঢালছে। গরমের সময় শরীরে পানি ঢাললেই ভাল লাগে। আজ অন্যদিনের চেয়েও অনেক বেশি ভাল লাগছে কেন ? শামার হঠাৎ মনে হলো বাথরুমের বন্ধ দরজার ওপাশে যদি মা দাঁড়িয়ে না থেকে খাতাউর সাহেব দাঁড়িয়ে থাকত তাহলে চমৎকার হত। গায়ে পানি ঢালতে ঢালতে খাতাউর সাহেবের সঙ্গে গল্প করা যেত। কী গল্প করা যায় ? কোনো মানে হয় না এমন সব গল্প। ধাঁধা জিজ্ঞেস করলে কেমন হয় ? মাকড়সার একটা ধাঁধা আছে। কেউ এই ধাঁধার উত্তর পারে না। এটা জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। শামা মাথায় পানি ঢালতে ঢালতে বলবে, আচ্ছা, আপনি নিশ্চয়ই জানেন মাকড়সা জাল বানায়। বানায় না ?

আতাউর বলবে, হ্যাঁ, জানি।

সেই জালে অন্যান্য পোকা আটকায়, মাকড়সা সেগুলো খায়। এটা জানেন তো ?

হ্যাঁ জানি।

আচ্ছা তাহলে বলুন— মাকড়সা তো পোকাই। সে কেন নিজের জালে আটকায় না ?

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

বাড়ি দেখে শামা হকচকিয়ে গেল। সে অনেকবার শুনেছে মীরাদের বিরাট বাড়ি। সেই বিরাট বাড়ি যে এই হুলুস্থুল তা বুঝতে পারে নি। এমন বাড়ির একটা মেয়ে ইডেন কলেজে পড়বে কেন ? সে পড়বে দেশের বাইরে ইংল্যান্ড আমেরিকায়। তা না হলে দার্জিলিং-টার্জিলিং। এমন বাড়ির মেয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ফুচকা খায় ভাবাই যায় না।

শামা গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির নাম্বার ঠিক আছে— নামও ঠিক আছে হ্যাপি কটেজ। সব ঠিক থাকার পরেও তো ভুল হতে পারে। হয়ত এটা মীরাদের বাড়ি না। অন্য কারোর বাড়ি। একই নামের দু'টো বাড়িতো থাকতেই পারে।

আতাউর বলল, এই বাড়ি ?

শামা বলল, তাইতো মনে হয়।

তুমি আগে আস নি ?

না।

কী বিশাল ব্যাপার!

শামা বলল, আপনি চলে যান।

আতাউর দাঁড়িয়ে রইল। নড়ল না। শামা বলল, দাঁড়িয়ে আছেন কেন চলে যান। আতাউর বলল, যেতে ইচ্ছা করছে না। তোমার সঙ্গে অনেকক্ষণ থাকলামতো, অভ্যাস হয়ে গেছে।

মানুষটা চলে যাচ্ছে। হঠাৎ করে শামার তীব্র ইচ্ছা হলো মানুষটাকে একটু ছুঁয়ে দেয়। তার শরীর ঝিমঝিম করছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে মানুষটাকে ছুঁয়ে না দিলে সে আর নিঃশ্বাস নিতে পারবে না। একটা অজুহাত তৈরি করে কি মানুষটাকে ছুঁয়ে দেয়া যায় না! সে কি বলতে পারে না— এই যে শুনুন, আপনার কপালে এটা কী লেগে আছে ? খুব স্বাভাবিকভাবে এই কথাটা বলে সে কপালে হাত দিতে পারে। কপালে হাত দিয়ে অদৃশ্য ময়লা সরিয়ে ফেলা। মানুষটার নিশ্চয়ই এত বুদ্ধি নেই যে কপালে ময়লার আসল রহস্য ধরে

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

ফেলবে। এই জাতীয় ব্যাপারগুলোতে পুরুষদের বুদ্ধি থাকে কম।

হ্যাপি কটেজের বারান্দায় তৃণা দাঁড়িয়ে আছে। সে শামাকে দেখে হাত নাড়ছে। শামা বাড়ির ভেতর ঢুকল। তৃণা অতি ব্যস্ত ভঙ্গিতে শামার কাছে এসে বলল, মারাত্মক একটা ব্যাপার হয়েছে। বিয়ের পর মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে যায় না ? মীরাকে আজ নিচ্ছে না। এই বাড়িতেই বাসর হবে। মারাত্মক না ?

শামা বলল, মারাত্মক কেন ?

বুঝতে পারছিস না কেন মারাত্মক ?

না।

তৃণা বিরক্ত গলায় বলল, তোর কি মাথায় বুদ্ধি বলতে কিছু নেই নাকি ? এই বাড়িতে বাসর হচ্ছে তার মানে কী ? আমরা বাসর ঘর সাজানোর সুযোগ পাচ্ছি। অলরেডি সাজানো শুরু হয়েছে। আমার দূর সম্পর্কের এক ভাই আছে, তার কলাবাগানে ভিডিওর দোকান। তাকে খবর দেয়া হয়েছে। সে বাসর ঘরে গোপন ভিডিও ক্যামেরা সেট করে রাখবে। একটা সাউন্ড রেকর্ডারও থাকবে। মীরার যাবতীয় অডিও ভিজ্যুয়াল কর্মকাণ্ড রেকর্ডের অবস্থায় থাকবে। এখন বুঝতে পারছিস কেন মারাত্মক ?

পারছি। মীরা কিছু বুঝতে পারছে না ?

সে তার বিয়ের টেনশনে বাঁচে না, সে কী বুঝবে! তার হচ্ছে মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা।

বাসর হচ্ছে কোথায় ?

মীরার ঘরে হচ্ছে না। ছাদে এদের প্রকাণ্ড একটা কামরা আছে। সেখানে হচ্ছে।

তুই এ বাড়িতে আগে এসেছিস ?

হ্যাঁ এসেছি। মাত্র একবার এসেছি। এত প্রকাণ্ড বড়লোকের বাড়িতে বারবার আসা যায় না। এত বড় বাড়িতে নিজেকে সব সময় পর পর লাগে। তবে আমরা সবাই এক সঙ্গে আছিতো আমাদের লাগছে না।

সবাই এসে গেছে ?

তুই আর টুনি তোরা দু'জন বাদ ছিলি। এখন বাকি শুধু টুনি। মনে হয় সে আসবে না। বাসা থেকে ওকে ছাড়বে না। টুনি খুবই ভুল করল। বাসর ঘরে ভিডিও ফিট করাতেই আমাদের শেষ না। আরো অনেক ফান হবে। আমাদের সোসিওলজির শাহানা ম্যাডামও এসেছেন। উনি প্রথম আলগা আলগা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এখন আমাদের দলে ভিড়ে গেছেন। ভিডিও ক্যামেরা ফিট করার

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

তদারকি তিনিই করছেন।

সে-কী!

বিয়ে বাড়িতে গেলে সব মেয়ের মাথাই খানিকটা হলেও আউলা হয়। উনার সবচে' বেশি আউলা হয়েছে।

ভিডিও ক্যামেরা বসানোর লোক চলে এসেছে। তার নাম তাহের। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে লজ্জায় মুখ তুলতে পারছে না। এতগুলো মেয়ের পাশে সে খুবই অস্বস্তিবোধ করছে। কেউ কিছু বললেই চমকে উঠছে। একবারতো হাত থেকে ক্যামেরাও ফেলে দিল।

শাহানা ম্যাডাম বললেন, তাহের ক্যামেরাটা ফিট করছ কোথায় ? খাটের মাথায় ? তাহের হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। ম্যাডাম বললেন, ফিল্ড অব ভিশন কি রেখেছ ? শুধু খাটটা কভার করলেই হবে। যা ঘটনা সব খাটেই ঘটবে। অডিও রেকর্ডারের কী করেছ ?

ভিডিওর সঙ্গেই অডিও আছে।

ক্যামেরাটা গাদাফুল দিয়ে খুব ভালোমতো ঢেকে দাও যেনো বোঝা না যায় ক্যামেরা। সব ঠিকঠাক হলে একটা টেস্টরান করবে।

তাহের আবারো হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

তৃণা বলল, এখন আমাদের দরকার নকল দাড়ি গোঁফ। ফর এভরি বডিস ইনফরমেশন— মীরাকে আমি অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছি। সে বাসর ঘরে ঢোকার আগে নকল দাড়ি গোঁফ পরে ঘোমটা দিয়ে থাকবে। তার স্বামী ঘোমটা খুলে দাড়ি গোঁফওয়ালা স্ত্রী দেখে যে কাণ্ডটা করবে আমাদের ভিডিওতে তা ধরা থাকবে।

যূথী বলল, মীরা কি জানে তার বাসর ঘরে ভিডিও ক্যামেরা বসানো হয়েছে ?

তৃণা বলল, আমরা এই ক'জন ছাড়া কেউ জানে না। বাইরের মানুষের মধ্যে শুধু মীরার মা জানেন।

শামা বিস্মিত হয়ে বলল, উনি কিছু বলেন নি ?

খালা কিছুই বলেন নি। উনি বরং সবচে' বেশি মজা পাচ্ছেন। প্রথম মেয়ের বিয়েতে সবচে' বেশি 'ফান' পায় মেয়ের মা। এক লাখ টাকা বাজি— উনি মেয়ের বাসর ঘরের ভিডিও দেখতে চাইবেন।

শাহানা ম্যাডাম বললেন, মেয়েরা তোমরা খেয়াল রেখো কোনো ছেলে যেন এদিকে না আসে। তিন তলার ছাদ আউট অব বাউন্ড ফর এভরিবডি।

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

তৃণা বলল, মিঃ হুক্কা কি আসতে পারবেন ?

না হুক্কাও আসতে পারবেন না।

শামা বলল, হুক্কা কে ?

তৃণা বলল, মীরার দূর সম্পর্কের ভাই। আমরা নাম দিয়েছি হুক্কা। সে তার চশমা খুঁজে পাচ্ছে না। তার ধারণা আমরা চশমা লুকিয়ে রেখেছি। বারবার আসছে আমাদের কাছে।

হুক্কা নাম কেন ?

ফানি টাইপ ক্যারেক্টর, এই জন্যে হুক্কা নাম দেয়া হয়েছে। একসময় মীরা হুক্কার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল। কিন্তু হুক্কা সাহেব পাত্তাই দেন নি। আমরা ঠিক করেছি হুক্কা সাহেবকেও একটু টাইট দেব।

শামা এক কোণায় বসে বাসর ঘরের ফুল সাজানো দেখছে। গাদাফুল আর বেলিফুল এই দু'রকমের ফুল মশারি স্ট্যান্ড থেকে ঝুলছে। বিছানায় থাকছে শুধু গোলাপ। শাহানা ম্যাডাম এখন গোলাপের কাঁটা বাছছেন। টুনিও চলে এসেছে। জবরজং সাজে সেজেছে। টুনিকে দেখে সবাই হৈহৈ করে উঠল। যূথী বলল, এই তোকেতো একেবারে বিহারিদের মত লাগছে। মনে হচ্ছে তুই মোহাম্মদপুরের পাকিস্তান কলোনিতে থাকিস। হাওয়াই মিঠাইওয়ালা শাড়ি তুই পরলি কী মনে করে ?

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। শামা লক্ষ করল তার কিছুই ভাল লাগছে না। নিজেকে আলাদা এবং একলা লাগছে। মনে হচ্ছে এদের কারো সঙ্গেই তার কোনো যোগ নেই। তার যোগ অন্য কোথাও। অন্য কোনোখানে। তার চোখ কেন জানি জ্বালা করছে। মাথাও ভার ভার লাগছে। বাথরুমে ঢুকে চোখে মুখে পানি দিলে হয়ত ভাল লাগবে। তিনতলায় নিশ্চয়ই বাথরুম আছে। কাউকে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে বাথরুমটা কোথায়। কাউকে জিজ্ঞেস করতেও ইচ্ছা হচ্ছে না। তার ইচ্ছা করছে বাসায় চলে যেতে।

আতাউরকে টেলিফোন করে বললে কেমন হয়, ফিসফিস করে বলা— এই শোন আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। তুমি একটা বেবীটেক্সি নিয়ে চলে এসতো। আমাকে বাসায় নিয়ে যাও।

মানুষটাকে তুমি করে সে কি কখনো বলতে পারবে ? মনে হয় না। বিয়ের পরেও হয়ত আপনি আপনি করেই বলবে।

তৃণা শামার কাছে এগিয়ে এসে বলল, তোর কী হয়েছে ?

শামা বলল, কিছু হয় নি।

WWW.BANGLABOOK.COM

WWW.BANGLABOOK.COM

কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে। তোকে দেখে মনে হচ্ছে তোর ওপর দিয়ে ঘণ্টায় একশ কিলোমিটার বেগে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কেমন জবুথবু হয়ে বসে আছিস। সমস্যা কী ?

কোনো সমস্যা নেই।

সমস্যা অবশ্যই আছে। বলতে চাইলে বলতে পারিস। উড়া উড়া শুনছি তোর বিয়ে ঠিক হয়েছে ?

হুঁ।

তুই নিজের মুখে আমাদের বলছিস না কেন ? কেন আমরা উড়া উড়া শুনব ? ছেলে পছন্দ হয় নি। তাইতো ? বল হ্যাঁ বা না ?

শামা চুপ করে রইল। তৃণা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, এরেঞ্জড ম্যারেজে এ রকম হবে। বাবা মা ধরে বেঁধে এক বান্দর নিয়ে আসবে। হাসি মুখে সেই বান্দরকে বিয়ে করতে হবে। বাকি জীবন সেই বান্দর গলায় ঝুলে থাকবে। তাকে আর গলা থেকে নামানো যাবে না।

এখানে শামা কে ?

শামা চমকে তাকাল। এ বাড়ির কোনো বুয়াই হবে। তাকে খুঁজছে।

শামা কে ? শামা ?

শামা কাঁপা গলায় বলল, আমি শামা। কী হয়েছে ?

দোতলায় যান আফা। আপনের টেলিফোন।

শামা ভেবেই পেল না, কে তাকে এ বাড়িতে টেলিফোন করবে। এই বাড়ির টেলিফোন নাম্বার সে নিজেই জানে না। টেলিফোনে কি কোনো খারাপ সংবাদ অপেক্ষা করছে ? আজ কি শনিবার ? শনিবারটা শামার জন্যে খুব খারাপ। শনিবার মানেই কোনো না কোনো খারাপ সংবাদ আসবেই।

শামা বলল, টেলিফোন কোন ঘরে ?

বুয়া বিরক্ত গলায় বলল, টেলিফোন সব ঘরে আছে। আপনে দোতলায় চলেন।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় শামা দেখল হলুদ ব্লেজার পরা এক ভদ্রলোক সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠছেন। বেঁটে খাট মানুষ, মাথাভর্তি চুল। বিরক্তিতে তাঁর চোখ কুঁচকে আছে, তবে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার মধ্যে ছেলেমানুষি আছে। লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছেন। যেন সিঁড়ি বেয়ে ওঠাও একটা খেলা। ভদ্রলোকের চেহারাতেও ছেলেমানুষি আছে। খুব অল্প সংখ্যক মানুষই পৃথিবীতে জন্মায় যাদের দিকে

WWW.BANGLABOOK.COM